মনুষ্যত্ব।

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

মেটকাফ্ প্রেস্—কলিকাতা

১৩০৫

CALCUTTA

PRINTED BY S. BHATTACHARYYA,
METCALFE PRESS
1, GOUR MOHAN MUKHERJI'S STREET
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
20, CORNWALLIS STREET
1899
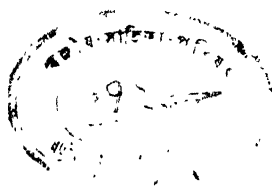
বিজ্ঞাপন।

যে শিক্ষা দ্বারা মানবের মানবত্ব রক্ষা হয়, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। উচ্চ আদর্শ নয়ন-পথে উপনীত করিতে না পারিলে, মহাপুরুষদিগের মহামহিমান্বিত কার্য্যপরম্পরা হৃদয়ঙ্গম করাইতে না পারিলে, শিক্ষাদানের মুখ্য উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। ঐ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইল; কিন্তু অভিপ্রেত সাধনে যে, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না।

১৪ই চৈত্র সন ১৩০৫ সাল,
কলিকাতা।

শ্রীবিপ্রদাস শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

মানবের কর্ত্তব্য :—

জ্ঞান ও শিক্ষা :—

চরিত্র :—

শ্রম ও কার্য্যশীলতা :—

শিল্প ও বাণিজ্য :—

কৃষি :—

স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন :—

ক্রোধ—ক্ষমা :—

আত্মসংযম :—

ন্যায়পরতা :—

অধ্যবসায় :—

সত্য :—

সৎপ্রসঙ্গ :—

সমাজনীতি বা সামাজিকতা :—

পরোপকারিতা :—

জীবনের মহত্ত্ব :—

ধর্ম্মজীবন :—

মনুষ্যত্ব।

মানবের কর্ত্তব্য।

"ক'রোনা মানবগণ বৃথা-ক্ষয় এ জীবন,
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে;
সঙ্কল্প করেছ যাহা সাধন করহ তাহা,
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।"

কোন সুপ্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন,—"যে সলিলে সুচারুপদ্ম প্রস্ফুটিত না হয়, সে সলিল সলিলই নহে; যে পদ্মে ভ্রমর আকৃষ্ট না হয়, সে পদ্ম পদ্মই নহে; যে ভ্রমরের মধুর ঝঙ্কার নাই, সে ভ্রমর ভ্রমরই নহে; আবার যে গুঞ্জনে শ্রুতি-সুখ-কর মধুরতা নাই, সে

গুঞ্জন গুঞ্জনই নহে।” সেইরূপ নীতিবিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—“যে মানবের হৃদয়ে দয়া ও প্রেমের উৎস উদ্গত না হয়, বিনয় ও শিষ্টাচারের মলয়ানিল সঞ্চারিত না হয়, ধর্ম্ম ও জ্ঞানের সুবিমল জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত না হয়, এবং ভক্তি ও স্নেহের মধুরভাব বিকসিত না হয়, সে মানব, মানব নামের যোগ্যই নহে। তাহার জন্মগ্রহণ, জীবনধারণ এবং সংসারলীলা সংবরণ, পশ্বাদি ইতর প্রাণীর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর।” মানব-সন্তান, তুমি কেবলমাত্র আহার বিহার ও আলস্যের অধীন হইয়া, জীবন যাপন করিবে বলিয়াই ভূমিষ্ঠ হও নাই; তোমার স্কন্ধে বহুল গুরুভার ন্যস্ত আছে। তন্মধ্যে কর্ত্তব্য পালনই তোমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তুমি তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও; স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণপূর্ব্বক, গন্তব্য পথের পথিক হও, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

মানবের কর্ত্তব্য ব্রত পালন করিতে হইলে, বাল্যকাল হইতেই তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। বাল্যে সুশিক্ষার যে সকল বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে নিহিত হয়, তৎসমুদায় অঙ্কুরিত, পরিবর্দ্ধিত এবং পরিশেষে পরম রমণীয় শাখাপল্লবে সুশোভিত হইয়া, মানবের চিত্তক্ষেত্রকে তপোবনের ন্যায় পরম পবিত্র—পরম স্নিগ্ধ এবং পরম মনোহর করিয়া থাকে। ফলতঃ সৎশিক্ষা, সদ্দৃষ্টান্ত

এবং তদনুসরণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব লাভের উপায়ান্তর নাই। হস্ত-পদাদি অবয়ব সম্পন্ন হইলেই যে, মানব নামের যোগ্য হওয়া যায় এরূপ নহে। মানব কর্ত্তব্যের অধীন; যিনি যে পরিমাণে সেই কর্ত্তব্যব্রত পালন করিতে সমর্থ, তিনি সেই পরিমাণে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন। ফলতঃ কর্ত্তব্য পালনই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য; যিনি এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ, তাঁহারই জন্মগ্রহণ সার্থক।

নাবিক যেমন উত্তালতরঙ্গবিক্ষোভিত বিশাল মহাসমুদ্রে একমাত্র দিগ্দর্শন যন্ত্রের শলাকার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, পোত পরিচালন করিয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ মানবগণ একমাত্র মনুষ্যত্ব রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, স্ব স্ব জীবন পরিচালিত করিয়া থাকেন। এই দুর্ল্লভ মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে যদি সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়—যদি আজীবন দুঃখদারিদ্রের নিষ্পেষণে পেষিত হইতে হয়—তাহাতেও তাঁহারা পরাঙ্মুখ নহেন। তোমরা তাঁহাদের পদানুসরণে এবং স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে কদাচ পশ্চাৎপদ হইও না। তাহা হইলে তোমরাও মনুষ্যত্বরূপ রত্নলাভে বঞ্চিত হইবে না।

এই পৃথিবী বিষম পরীক্ষার স্থান; ইহার একদিকে আত্ম-সংযম, আমাদের সম্মুখে পরম পবিত্র আত্মপ্রসাদের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকিরণ করিতেছে, অপরদিকে দুর্দ্দম ভোগলালসা

সুখের আনন্দময়ী মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক মধুর প্রলোভনে আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে। আত্মসংযম আপাত-কঠোর হইলেও, উহা আমাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান পূর্ব্বক পরিণামে দেবভাবাপন্ন করিয়া তুলে। কিন্তু আপাতমনোহারিণী ভোগলালসা আমাদিগকে পাপমার্গে পরিচালন করিয়া, মনুষ্যত্বের বিনিময়ে পশুত্ব প্রদান করিয়া থাকে। তোমরা এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে প্রাণপণে চেষ্টা কর এবং কৃতকার্য্য হইয়া দেবত্ব লাভ কর।

চরিত্রের পবিত্রতা-সাধন মানব-জীবনের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য; কর্ত্তব্যপালন তাহার মূলসূত্র। কিন্তু অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ত্তব্য পালন করিতে হইলে,নানাপ্রকার অসুবিধা ও নানাপ্রকার বাধাবিপত্তির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়; হয় ত লোকের বাক্যবাণে অহরহঃ জর্জ্জরিত হইতে হয়। এই পৃথিবী মহাসংগ্রামস্থল; মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য আমাদিগকে পদে পদে দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়গণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়। যুদ্ধে বিজয় লাভ করাই বীরপুরুষের বীরত্বের পরিচয়; বিমুখ হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। অতএব সংসার সংগ্রামে বিজয়ী হইয়া, যাহাতে স্বকীয় মনুষ্যত্বরূপ অমূল্য রত্ন রক্ষা করিতে পার, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

পবিত্র কর্ত্তব্যপালন-ব্রতে দীক্ষিত রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্রের অক্ষয়কীর্ত্তি রামায়ণের বক্ষঃস্থল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সমুদায় আয়োজন হইয়াছে; কুলপাবন রঘুনাথ পূর্ব্বদিন সংযম করিয়া আছেন; তদায় রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে আবাল-বৃদ্ধবনিতা সমগ্র অযোধ্যাবাসী আনন্দসাগরে ভাসিতেছে; সহসা ক্রূরহৃদয়া মন্থরার পরামর্শে মধ্যমা মহিষী কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনারূপ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সমুদিত হইয়া, অযোধ্যার সুখসূর্য্য সমাচ্ছাদন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ঘন বিষাদছায়া বিকীর্ণ করিল। "পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ, পিতাই পরম তপস্যা; পিতৃদেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই নিখিল দেবগণ প্রীত হইয়া থাকেন।" অতএব কর্ত্তব্যপরায়ণ রামচন্দ্র পিতাকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সমুপস্থিত রাজ্যভার পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য সিংহশার্দ্দূল-পরিপূর্ণ অরণ্যে বাস করিতে চলিলেন। কি ভীষণ পরীক্ষা! কি অদ্ভুত আত্মোৎসর্গ! কি অসাধারণ আত্মসংযম! কি কঠোর কর্ত্তব্য-পালন! একদিকে পিতৃদেবের আদেশ-পালন ও তাঁহার পরম পবিত্র সনাতন সত্যধর্ম্ম রক্ষা, অপরদিকে বৃদ্ধা জননী কৌশল্যা দেবীর সস্নেহ প্রতিষেধ-চেষ্টা, অমিততেজা ধনুর্দ্ধারী বীরকেশরী লক্ষ্মণের বীরদর্পে রাজ্য-

গ্রহণাধিকারের পরামর্শদান, এবং অযোধ্যাবাসী জনসাধারণের রাজ্যভার গ্রহণে নির্ব্বন্ধাতিশয়। কিন্তু কর্ত্তব্য-পরায়ণ রামচন্দ্র এ সময় কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কোন প্রকার প্রলোভনে আকৃষ্ট না হইয়া, পুত্রের কর্ত্তব্য-পালনে আত্মোৎসর্গ করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। রামচরিত্র কর্ত্তব্য পালনের এক অভূতপূর্ব্ব বিকাশ।

কি পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র ব্যক্তি, কি রাজাসনে উপবিষ্ট মহাপরাক্রমশালী নরপতি, কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন হওয়া কাহারও পক্ষে বিধেয় নহে। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনরূপ দায়িত্বের অধীন। দায়িত্ববোধ না থাকিলে, লোকসমাজ উন্নতিপথে অগ্রসর হয় না। চীনদেশের মহাত্মা কণ্‌ফুসে যখন বুঝিয়াছিলেন, 'তাঁহার জীবনের উপর স্বদেশ ও স্বজাতির অশেষবিধ কল্যাণ নির্ভর করিতেছে', তখন তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। স্বদেশের প্রেমে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি দেশের হিতব্রত সাধনে জীবন উৎসর্গ করিলেন। আমরণ স্বীয় জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া, মর্ত্ত্যজীবন সংবরণ করিলেন। মহাত্মা সক্রেটিস এই কর্ত্তব্য-পালনরূপ মহাযজ্ঞে জীবনাহুতি দিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। লঙ্কাসমরে জয় লাভ করিয়া, রামচন্দ্র যখন অযোধ্যার রত্ন-

সিংহাসন সুশোভিত করিতেছিলেন; তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "প্রজারঞ্জনানুরোধে যদি জানকীকে পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও পরাঙ্মুখ হইব না।" তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রজারঞ্জনই রাজার একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য; এই কর্ত্তব্য-পালনের নামই রাজধর্ম্ম। রামচন্দ্র এই উদার রাজধর্ম্ম পালন জন্য প্রাণপ্রিয়া পতিপরায়ণা সীতাকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কর্ত্তব্যপালনের এরূপ অদ্ভুত দৃষ্টান্ত সংসারে অতি বিরল।

উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি কখন কর্ত্তব্য-পালনে সমর্থ হয় না। কর্ত্তব্য পালনের প্রধান উপাদান আত্মসংযম। আত্মসংযম দ্বারা চরিত্র গঠিত হয়; চরিত্র গঠিত হইলে, মনুষ্যত্বরূপ অমূল্যনিধি হৃদয়-ভাণ্ডার উজ্জ্বল করিয়া থাকে। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এই স্বর্গীয় রত্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন, তাঁহারই জীবন সার্থক! তিনিই মনুষ্য নামের যোগ্য।

কর্ত্তব্য-পালন দ্বারা যেমন সমাজের নিকট অঋণী হইতে পারা যায়, সেইরূপ তদ্দ্বারা সমাজের বিস্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেও সমর্থ হওয়া যায়। যে সমাজে যে পরিমাণে কর্ত্তব্য-পরায়ণ আত্মসংযমী লোকের আবির্ভাব হইতে থাকে, সে সমাজ সেই পরিমাণে উন্নতি লাভ করে। কর্ত্তব্য-পালন অভ্যস্ত

হইলে, জীবন অতি পবিত্রভাবাপন্ন হইয়া উঠে। এই পবিত্রতা-রক্ষণে সতত যত্নশীল থাকা প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কত মহাপুরুষ এই কর্ত্তব্যপালনার্থ স্বীয় ধনপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া, ভাবী বংশধরগণের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল পবিত্রাত্মা প্রাতঃস্মরণীয় মানবগণের পবিত্র নাম চিন্তা করিলে, অন্তঃকরণে যে বিমল আনন্দ-কুসুম বিকশিত হয়, সেই কুসুমই তাঁহাদিগের পূজার একমাত্র উপহার।

মানব-সন্তান! তুমি অতি দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছ—বিদ্যা ও জ্ঞানবলে জগতীতলস্থ যাবতীয় জীবরাজ্যের উপর স্বকীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছ—ত্রিভুবনবিজয়িনী শক্তি লাভ করিয়া, কতই অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছ, কিন্তু এই সকল প্রভূত ক্ষমতা সত্ত্বেও যদি তুমি তোমার কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত হও, তবে কক্ষভ্রষ্ট গ্রহগণের ন্যায় তুমি অধঃপতিত হইবে; তোমার উচ্চ অধিকার রসাতলশায়ী হইবে; মনুষ্যত্বরূপ যে কৌস্তভ রত্ন তোমার বক্ষঃস্থল উজ্জ্বল করিতেছিল, তাহা অতি অকিঞ্চিৎকর অঙ্গারে পরিণত হইবে।

জ্ঞান ও শিক্ষা।

"জ্ঞানাৎ পরতরং নহি"

মা নব-হৃদয়জ্ঞ নীতিশাস্ত্র-বিশারদ মহাত্মা বেকন বলিয়াছেন,—"ফল লাভই মনুষ্যের জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য।" বাস্তবিক মানবের সুখ-সাধন এবং দুঃখবিমোচন ব্যতীত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয় না। যে জ্ঞানদ্বারা জগতের উপকার সংবর্দ্ধিত হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। যিনি জ্ঞানের বিমল আলোকে স্বীয় হৃদয়মন্দির আলোকিত করিয়াছেন, যিনি স্বকীয় জ্ঞান বিস্তার দ্বারা মানবজাতির উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করিয়াছেন, তাঁহারই জ্ঞানার্জ্জন সার্থক। অসাধারণ ধীসম্পন্ন প্লেটো বলিয়াছেন,—"বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা অন্তঃকরণ মার্জ্জিত করিয়া,

সত্য পথে পরিচালিত করাই, জ্ঞানার্জ্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেনেকা কহিয়াছেন,—"সুকৌশলসম্পন্ন যন্ত্রনির্ম্মাণে অথবা সুকুমার শিল্পকার্য্যেই যদি জ্ঞান লাভের চরমোদ্দেশ্য সাধিত হয়, তবে সে জ্ঞানদ্বারা জনসমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ সম্পন্ন হয় না।"

জ্ঞানের অলৌকিক শক্তি। এই ধরাতলে মনুষ্যকৃত যাহা কিছু উন্নতির পরিচয় পাইতেছ, জ্ঞানই তাহার প্রাণবায়ু। মনুষ্য-সন্তান জ্ঞানপ্রভাবে কি অন্তর্জগৎ কি বহির্জগৎ উভয় জগতেরই ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। মনুষ্যসমাজ জ্ঞানপ্রভাবে অভিনব আকারে গঠিত হইয়া, নিত্য নব নব পরিচ্ছদে নব নব শোভা ধারণ করিয়া থাকে। জ্ঞান মনুষ্যগণের ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিয়া, অন্তর্জগতে চিত্তপ্রসাদের বিমল আলোক উদ্ভাসিত করিয়া, মানবাত্মাকে স্বকীয় শোভায় বিভূষিত করে। ফলতঃ জ্ঞানপ্রভাবে মানবগণ অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে।

ফল ধারণ করিলে, পাদপ-শাখা যেরূপ অবনত ও মনোহারী হয়, সেইরূপ প্রকৃত জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, মনুষ্য অতি বিনীত এবং অতি লোক-প্রিয় হইয়া থাকে। যাঁহার জ্ঞানালোকে প্রাচীন গ্রীস দেশ আলোকিত হইয়াছিল, সেই অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন পরম জ্ঞানী সক্রেটিস্ বলিয়াছেন,—

METCALFE PRESS.

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

"আমি যাহা শিক্ষালাভ করিয়াছি, এবং আমার যাহা শিখিতে অবশিষ্ট আছে, এতদুভয়ের তুলনা করিয়া আমি বুঝিতে পারি যে, আমি কিছুই শিখি নাই।" যাঁহার জ্ঞান-সূর্য্য পাশ্চাত্য গগনে সমুদিত হইয়া, এক অভিনব যুগের অবতারণা করিয়াছে, স্বনামখ্যাত জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য সেই সর্ আইজ্যাক্ নিউটন একদা বলিয়াছিলেন,—"আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু জ্ঞানরূপ মহাসমুদ্র আমার সম্মুখে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনাকে কখন জ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের বিনম্র ভাব সন্দর্শন করিলে, মহাশিক্ষা লাভ হয়। কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাস আপনাকে অতি হীন বলিয়া বর্ণন করিয়া জ্ঞানের মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। এক সময়ে যাঁহার বিজয়-ভেরির ভৈরব রবে সমুদয় ইয়ুরোপ সন্ত্রাসিত হইয়াছিল, যিনি অসাধারণ জ্ঞানপ্রভাবে ফ্রান্সের রাজলক্ষ্মীকে করায়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি একদা অতি সামান্য বেশে কোন দূতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, দূত তাঁহার সামান্য বেশ ও বিনম্র ভাব দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। নেপোলিয়ন নানাবিধ কথোপকথন উপলক্ষে দূতের নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"আমি ফ্রান্সের একজন

সামান্য সৈনিক ভিন্ন আর কিছুই নহি।” জ্ঞান-শৈলের চূড়া-স্বরূপ বিনয়াবতার চৈতন্যদেব আপনাকে তৃণাপেক্ষা লঘু মনে করিতেন। বিশ্বপ্রেমিক মহাপ্রাণ যিশু মৃত্তিকার সহিত মনুষ্য-জীবনের তুলনা করিয়াছিলেন। পুণ্যশ্লোক মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে যদুবংশাবতংশ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রাহ্মণবর্গের সেবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ যেখানে জ্ঞান, সেইখানেই বিনম্রতা বিরাজ করিয়া থাকে।

জ্ঞানের অদ্ভুত শক্তি। এই শক্তি-প্রভাবে জগতে কতই অসাধারণ কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে! ইহারই প্রভাবে বর্ত্তমান যুগে সভ্যতার আলোকে ইয়ুরোপ ও আমেরিকা ভূমি আলোকিত হইয়া, ক্রমশঃ উন্নতির চরমসীমায় উপনীত হইতেছে। ইহারই প্রভাবে দিন দিন বিজ্ঞানের অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া, এক অচিন্ত্য অপূর্ব্ব যুগের অবতারণা করিতেছে; ইহারই প্রভাবে বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়া, জলে ও স্থলে কমলাদেবীর রমণীয় লীলানিকেতনের প্রতিষ্ঠা করিতেছে; ইহারই প্রভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অদ্ভুত রহস্য সকল উদ্ঘাটিত হইয়া, ভূলোকের সহিত দ্যুলোকের নিগূঢ় সম্বন্ধ আবিষ্কার করিতেছে, এবং তাহাতে জনগণের নানাবিধ উপকার সাধিত হইতেছে। জ্ঞান মনুষ্যকে কর্ম্মিষ্ঠ ও মনুষ্যনামের উপযুক্ত করিয়া থাকে।

জ্ঞান-লাভ শিক্ষাসাপেক্ষ। সৎশিক্ষা, সদ্দৃষ্টান্ত, সদনুষ্ঠান এবং সৎসহবাস-জনিত যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, তাহাই অতি পবিত্র এবং পরম কল্যাণজনক। অগ্নিসংযোগে যেরূপ অঙ্গারের মলিনত্ব বিদূরিত হয়, সেইরূপ সদ্‌গুরুর সদুপদেশরূপ পাবক-স্পর্শে হৃদয়স্থিত অজ্ঞানতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই অগ্নি-স্পর্শে পরম দুরাচার নরহন্তা কঠোর-হৃদয় রত্নাকর বিগলিত হইয়া, মহর্ষি বাল্মীকিরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। শারদ পৌর্ণমাসীর পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় যখন জ্ঞানরূপ চন্দ্র তদীয় হৃদয়াকাশে সমুদিত হইয়া, বিমল কিরণজাল বিস্তার করিতে লাগিল, তখন তিনি মহর্ষি এবং আদি কবি বলিয়া জন সমাজে পূজিত হইয়া উঠিলেন। মহাপুরুষ চৈতন্যদেব, সৎশিক্ষা ও সদুপদেশ দ্বারা পাষাণ-হৃদয় অজ্ঞানতিমিরান্ধ দস্যুপতি জগাই ও মাধাই নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্তঃকরণে জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে চক্ষুষ্মান করিয়াছিলেন। লৌহ যেরূপ অয়স্কান্তমণির সংযোগে তত্তুল্য গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধু-সহবাসে অসাধু জনও সাধু হইয়া উঠে। আর্য্য ঋষিগণ এই জ্ঞান ও শিক্ষার প্রভাবে, ধরাতলে যে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় কিছুতেই তাহার অণু-মাত্র বিলোপ সাধিত হইবে না।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই আমাদের শিক্ষা আরব্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু আমরণ শিক্ষা করিলেও মানবের শিক্ষা পরিসমাপ্ত হয় না। এজন্য জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি এক মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা নষ্ট না করিয়া, জ্ঞানোপার্জ্জনে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। একদা আলেক্জেন্ড্রিয়া নগরের পুস্তকালয়ে একটি অশীতি বৎসরবয়স্ক পলিতকেশ, পতিতদন্ত ও লোলিত-চর্ম্ম স্থবির প্রগাঢ় অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিতেছিলেন; এমত সময়ে জনৈক যুবক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহাত্মন্! অমুক পুস্তকের বর্ণিত বিষয়গুলি, যদি অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দেন, তবে যার পর নাই উপকৃত হই।" যুবকের শিক্ষার আগ্রহাতিশয় দর্শনে, বৃদ্ধ উত্তর করিলেন,—"বৎস! আমি দেখিতেছি, তোমার বয়স অল্প, এখনও তোমার সময় আছে, অতএব পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিয়া দেখ, জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারিবে; আমার আয়ু পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, আমি আর অধিক দিন এ পৃথিবীতে থাকিব না; যতক্ষণ তোমাকে দেখাইয়া দিব, ততক্ষণ অনধীত পুস্তক পাঠে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব।" জ্ঞানী ব্যক্তিরা জ্ঞানানুশীলনে এতই আসক্ত যে, তাঁহারা এক মুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা অতিবাহিত করিতে বাসনা করেন না।

পরম জ্ঞানী ভুবনবিখ্যাত আর্কিমিডিস্ অঙ্কশাস্ত্রের একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসায় এরূপ অভিনিবিষ্ট ও এরূপ আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, শত্রুগণ নিষ্কোষিত অসি তাঁহার মস্তকোপরি উত্তোলন করিলেও, তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই, অথবা জ্ঞানানুশীলন হইতে বিরত হন নাই। এইরূপ কত মহাত্মা—কত প্রাতঃস্মরণীয় সাধু—জ্ঞানারাধনায় জীবন বিসর্জ্জন দিয়া, ধরাতলে জ্ঞানের মহিমা ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ভক্তমাল-গ্রন্থের-প্রণেতা জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য নাভাজী শিক্ষা ও জ্ঞান প্রভাবে স্বীয় নশ্বর জীবন অবিনশ্বর করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্য যতই কেন দুর্দ্দশাপন্ন এবং যতই কেন অসহায় হউক না, জ্ঞানের লালসা ও শিক্ষার পিপাসা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে, তাহা চরিতার্থ করিতে কেহই বাধা জন্মাইতে সমর্থ হয় না। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, নাভাজীর যখন পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম, তখন দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। খাদ্যের অভাবে দেশ হাহাকার শব্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মৃত্যু বদন ব্যাদন করিয়া, চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল; অন্নাভাবে লোকে সুদৃঢ় অপত্যস্নেহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, ইহলোক পরিত্যাগ করিতে লাগিল। মায়া মমতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলি মানবগণের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে সুদূরে

প্রস্থান করিতে লাগিল; সংসার মহা শ্মশানরূপে বিরাজ করিতে লাগিল। এই দুঃসময়ে নাভাজী অরণ্যে পরিত্যক্ত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত প্রায় হইলে, অগরজী নামক জনৈক করুণহৃদয় মহাপুরুষ এই অসহায় বালককে রক্ষা করেন। নাভাজী এই মহাপুরুষের আশ্রয়ে অবস্থান পূর্ব্বক জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিয়া, চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপ অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া, স্বীয় চেষ্টা, অধ্যবসায় এবং গুরুতর পরিশ্রম প্রভাবে কত মহাত্মা, এই পৃথিবীতে যে কত অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করিতে সমর্থ?

সাধু ও কবি তুলসীদাসের জীবনচরিত পর্য্যালোচনা কর, মহাশিক্ষা লাভ হইবে! এই পুরুষরত্ন ব্রাহ্মণকুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তুলসীদাস প্রথম বয়সে বিশিষ্টরূপ শিক্ষালাভের সুযোগ পান নাই। তাঁহার হৃদয়াকাশ প্রাবৃট্কালীন নভোমণ্ডলের ন্যায় অজ্ঞান-ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন ছিল। একদা তদীয় ব্যবহারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী অতীব দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে একটি উপদেশ দিয়াছিলেন। সেই উপদেশরূপ বাত্যাসঞ্চালনে মেঘমালা-নির্ম্মুক্ত দিনকরের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞানসূর্য্যের উদয় হইল। সাধু তুলসীদাসের জ্ঞানালোকে দিন দিন সহস্র সহস্র লোকের

চিত্তক্ষেত্র হইতে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইতে লাগিল। কতকাল অতীত হইল, কবিবর তুলসীদাস ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তৎপ্রণীত "তুলসী রামায়ণ ও দোহাবলী" অদ্যাপি লোকদিগকে শিক্ষা দিতেছে।

এইরূপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র জ্ঞান ও শিক্ষার মহিমা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব যুবকগণ, আর আলস্য-শয্যায় শায়িত থাকিও না; অধ্যবসায় সহকারে উত্থিত হও; জ্ঞান ও শিক্ষার বলে হৃদয়কে বলীয়ান করিয়া, সংসারক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হও।

চরিত্র।

সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।

চরিত্র নির্ম্মল করাই বিদ্যোপার্জ্জনের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। বিবিধ বিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী হইয়াও, যিনি চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে পারেন না, তাঁহার বিদ্যালাভ বিফল। ফলতঃ মার্জ্জিতবুদ্ধি অথচ চরিত্রবিহীন বিদ্বান্ ব্যক্তি মণিভূষিত কাল ভুজঙ্গ অপেক্ষাও ভয়াবহ। তদপেক্ষা চরিত্রবান্ মূর্খ লোক-সমাজে সহস্র গুণে আদরণীয়। চরিত্রই মানবগণের সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। এই অপার্থিব সম্পত্তির পরিরক্ষণে প্রত্যেক ব্যক্তির সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যিনি এই গুরুতর কর্ত্তব্য-ব্রত পালনে উদাসীন, তাঁহার জীবন পাপ-

পিশাচের সহচর হইয়া নরকসদৃশ হইয়া থাকে। আর যিনি চরিত্র-মাহাত্ম্যে অন্যদীয় অন্তঃকরণে স্বকীয় যশের পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তিনি স্বর্গের বিমল সুধাস্বাদনের অধিকারী হইয়া থাকেন। এতাদৃশ মহাত্মারই জীবন ধন্য। পাবক-স্পর্শে যেমন অঙ্গার স্বকীয় মলিনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্নির গুণ গ্রহণ করিয়া, ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিতে থাকে, সেইরূপ সাধুর সহবাস এবং উপদেশ-প্রভাবে মলিন চরিত্রের মালিন্য ক্রমশঃ অপগত হইয়া, তাহা সাধুভাবাপন্ন হয় এবং তাহার বিমল স্বর্গীয় প্রভায় আবার কত শত লোকের চরিত্র আলোকিত হইতে থাকে। পুরাণে বর্ণিত আছে, ঘোরতর অসাধু-চরিত্র দস্যু রত্নাকর সাধুর উপদেশ-প্রভাবে চরিত্র ও মনুষ্যত্ব-লাভ-সহকারে ক্রমশঃ ঋষিত্ব লাভ করিয়া, মহর্ষি বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি উত্তরকালে রাম-চরিত্র অবলম্বন পূর্ব্বক যে অমৃতময় উপদেশ-গর্ভ মহাকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তৎপাঠে যে কত শত মানবের চরিত্র গঠিত এবং ধর্ম্মালোকে আলোকিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যেমন একটি মাত্র দীপ হইতে অসংখ্য দীপ প্রজ্বালিত হইয়া, অসংখ্য স্থানের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকে, সেইরূপ একমাত্র

সাধুর সুবিমল চরিত্ররূপ বর্ত্তিকা হইতে কত শত ব্যক্তির চরিত্রবর্ত্তিকা আলোক গ্রহণ করিয়া, কত সহস্র সহস্র ব্যক্তির অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন হৃদয় আলোকমালায় সুশোভিত করে।

বাল্যকাল হইতে সুশিক্ষা লাভ করিলেও, সংসর্গজ দোষ-গুণানুসারে আমাদের চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। সৎসংসর্গ অপেক্ষা অসৎ সংসর্গের আপাতমনোহারিণী শক্তি অধিক। অনেকে ঐ শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসৎ সংসর্গের কুহকে বিমোহিত হয় এবং চরিত্র হারাইয়া, ভবিষ্য জীবন কলঙ্কিত করিয়া তুলে। অতএব আপাততঃ অপ্রীতিকর হইলেও শৈশবকাল হইতেই সৎ সংসর্গে অবস্থান করা আবশ্যক। যেমন শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে, অভিজ্ঞ শরীরতত্ত্ববিৎ চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির উপদেশানুসারে চলা উচিত, সেইরূপ মানসিক বৃত্তি গুলিকে বলিষ্ঠ, সুস্থ এবং কার্য্যক্ষম রাখিতে হইলে, চরিত্রবান্ সাধুগণের উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক তদনুসারে চলা নিতান্ত আবশ্যক। কটু-তিক্ত-কষায় রস-বিশিষ্ট ঔষধের ন্যায় সাধুগণের উপদেশ আপাতবিরস হইলেও, পরিণামে অমৃত তুল্য। অতএব ক্ষণিক সুখপ্রদ আমোদে আকৃষ্ট হইয়া, অনন্ত সুখাস্পদ সৎসহবাসে বিরত হইও না। অসৎ-সহবাস পয়োমুখ বিষ-কুম্ভবৎ পরিত্যাজ্য।

চরিত্রগঠনের একটি প্রধান উপাদান মানসিক শক্তি। এই শক্তির হ্রাস হইলে চরিত্র শিথিল হইয়া যায়। চরিত্র শিথিল হইলে হিতাহিত কর্ত্তব্য জ্ঞানও তদনুরূপ হওয়ায় মনুষ্যগণ ক্রমশঃ অপদার্থ হইয়া পড়ে। এজন্য অন্তঃকরণে প্রভূতরূপ বল সঞ্চয় করিতে হয়। যে মুহূর্ত্তে ইহা বুঝিতে পারিবে যে, তোমার চরিত্রের উপর কোন প্রকার কলঙ্কের কালিমা পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ সতর্ক হইবে। যদি চিরদিনের জন্য জীবনের সমুদয় সুখভোগ বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইবে না; জীবন অপেক্ষাও চরিত্র মূল্যবান্ ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। এই চরিত্রবলের জন্য প্রাতঃস্মরণীয় রাজাধিরাজ পবিত্রাত্মা হরিশ্চন্দ্র জগতে বিখ্যাত। তিনি পদে পদে দুর্ভাগ্যকে আলিঙ্গন করিয়াছেন,—আপনাকে অতি শোচনীয় হীনাবস্থায় পাতিত করিয়াছেন—এমন কি চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার পূর্ব্বক অতি বীভৎস মহাশ্মশানে বিচরণ করিয়াছেন—তথাপি তদীয় দেবদুর্ল্লভ চরিত্রে কোন প্রকার কালিমা স্পর্শ হইতে দেন নাই।

শান্তনুতনয় দেবব্রত ভীষ্মদেবের চরিত্র-বল কি অসাধারণ! তিনি চরিত্র অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করেন নাই—কোন প্রকার সুখ ভোগে আসক্ত হন নাই—স্বার্থের

দিকে দৃক্‌পাত করেন নাই—তিনি চরিত্রবলের যে বিজয়-কেতন উড্ডীন করিয়াছিলেন, অনন্তকালের জন্য তাহা ভারতবক্ষে শোভা ধারণ করিবে।

মানব-সন্তান যত দিন পর্য্যন্ত চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য-পথ অনুসরণ করিতে সমর্থ হন, ততদিনই তাঁহার গৌরবদুন্দুভি বিঘোষিত হইতে থাকে। ফলতঃ চরিত্রের পবিত্রতার উপর মনুষ্যের মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সমুদায়ই সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রবংশীয় আয়ু নামক নরপতির পুত্র স্বনামখ্যাত রাজা নহুষ যেমন অরাতিদমনে ও সুবিশাল রাজ্যপালনে তৎপর ছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রিয়দমনে ও চিত্তশাসনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। মহারাজ নহুষ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ও প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। শারদ পৌর্ণমাসীর বিমল কৌমুদীরাশির ন্যায় তদীয় যশের আলোকে লোকমণ্ডলী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। দিন দিন তাঁহার রাজ্যবৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্তু সাগরাম্বরা ধরিত্রীর আধিপত্য ভোগ করিতে করিতে কিছুকাল পরে, চিত্তের চাপল্য বশতঃ তিনি ভোগাসক্ত হইয়া পড়িলেন। চিত্ত ভোগরত হইলে, চরিত্র-বলের হ্রাস হইয়া থাকে; পতনের সোপান প্রশস্ত হয়। ক্রমে মন বিচলিত হইয়া

পাপ-পথের পথিক হয়। চরিত্রহীন মানব পাপের এক সোপান হইতে সোপানান্তরে অবতরণ করিতে করিতে এতদূর অধোগতি প্রাপ্ত হয় যে, পরিশেষে সে মনুষ্যত্ব রূপ রত্নে বঞ্চিত হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নহুষ নরপতিরও সেইরূপ ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ সুখের অধিকারী হওয়া পরম সৌভাগ্যের বিষয়। প্রাচীন এথেন্স নগরের ব্যবস্থাপক পরম জ্ঞানী সোলন মনোবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া, নানাদেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক তত্তদ্দেশীয় অধিবাসিবৃন্দের আচার, ব্যবহার ও রীতি, নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, অভিজ্ঞতায় তৎসমকালবর্ত্তী পণ্ডিতগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। একদা লিডিয়ার রাজা বিদ্যোৎসাহী ধন-মান-গর্ব্বিত ঐশ্বর্য্যমদ-দৃপ্ত প্রবলপ্রতাপ ক্রীসসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পরস্পর আলাপ পরিচয়ের পর, ক্রীসস্ সোলনকে স্বকীয় অসংখ্য মণিমাণিক্যসমন্বিত ঐশ্বর্য্যরাশি প্রদর্শনার্থ মন্ত্রীকে আদেশ দেন। মন্ত্রী উক্ত দার্শনিক-প্রবরকে রাজকীয় ধনরত্নসম্ভার পরিদর্শন করাইয়া, রাজসমীপে আনয়ন করিলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—“আপনি অধুনাতন সমৃদ্ধ নানা জনপদ অবলোকন করিয়া, প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন এবং এক্ষণে মদীয় ধনভাণ্ডারে লক্ষ্মীর লীলা-

নিকেতন অবলোকন করিলেন। বলুন দেখি, এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী কে?” ক্রীসস্ মনে করিয়াছিলেন, সোলন এই প্রশ্নের উত্তরে আমারই নাম নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু সোলন কয়েক জন অজ্ঞাতনামা পুরুষের নাম নির্দ্দেশ করিয়া উত্তর করিলেন,—“মহারাজ, মানবজীবন এতই পরিবর্ত্তনশীল এবং ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতা এতই অনিশ্চিত যে, আমাদের ধনরাজ্যাদি ভোগ জন্য মাৎসর্য্যে স্ফীত হওয়া কোনমতেই উচিত নহে। যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সুখ-পরম্পরা সম্ভোগ করিতে পারিয়াছেন, সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ধনীই হউন বা নির্ধনই হউন, তিনিই প্রকৃত সুখী। ধন-রত্নাদিতে মনুষ্যকে প্রকৃত সুখের অধিকারী করিতে পারে না।” ক্রীসস্ তৎকালে এই মহাপুরুষের জ্ঞানগর্ভ বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ক্রীসস্ পারস্যরাজ সাইরাসের সহিত যুদ্ধে পরাজিত, হৃতরাজ্য ও বন্দীকৃত হইয়া, বিজেতার আদেশে রজ্জুবদ্ধ ও চিতায় আরোহিত হইলেন। ভৃত্যগণ চিতায় অগ্নি প্রদানের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে সোলনের হিতগর্ভ বচনাবলী তাঁহার স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি মনের আবেগে “সোলন! সোলন! সোলন!” বলিয়া

দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পারিষদপরিবেষ্টিত পারস্য-রাজ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ক্রীসসকে উক্ত নাম উচ্চারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহার মুখে সোলনের উপদেশগর্ভ বাক্য অবগত হইয়া, চঞ্চল মানবজীবনের অস্থিরতা উপলব্ধি করিলেন। পরে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য সংস্থাপন করিলেন। এইরূপে সোলন, ক্রীসসের জীবনরক্ষা এবং পারস্যরাজের বিবেকবুদ্ধি উন্মেষিত করিয়া, চরিত্রবলের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যে কত প্রকারে লোকের চরিত্রগঠনে সহায়তা করিয়া থাকেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সময় সময় তাঁহাদিগের সামান্যমাত্র উপদেশের ইঙ্গিতে শত শত লোক চরিত্রগঠনে সমর্থ হইয়া থাকে। মহর্ষি বাল্মীকি, বেদব্যাস, আরিষ্টটল, সক্রেটিস্, কঙ্‌ফুসে প্রভৃতি মহাজন সকল লোক-চরিত্র নির্ম্মাণের উপযোগী কত প্রকার উপদেশের উপাদান রাখিয়া গিয়াছেন! সেই সকল উপদেশ সদ্‌গুরুর ন্যায় লোকশিক্ষার আদর্শরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

চরিত্রবান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্র প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন। অসংখ্য সেনাবলে বলীয়ান্ রাজাধিরাজের উপরও চরিত্রবান্ ব্যক্তি সম্পূর্ণ প্রভুতা স্থাপন করিতে পারেন। ফলতঃ তিনি

রাজার রাজা এবং পণ্ডিতের পণ্ডিত। তাঁহার সম্মানের পবিত্র সিংহাসন প্রত্যেক মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার পূজার আয়োজন সর্ব্বত্র অবলোকিত হইয়া থাকে। এই জন্যই লোকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর চরিত্রহীন লঙ্কাধিপতি দশাননকে উপেক্ষা করিয়া, চরিত্রবান্ বিভীষণকে পূজা করিয়া থাকে। অহঙ্কারগর্ব্বিত বহু ধনরত্নের অধিপতি পাপমতি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া, আদর্শপুরুষ যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের সমধিক সম্মাননা করিয়াছিলেন। ফলতঃ মানব-চরিত্রই মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যত্নপরায়ণ হওয়া আবশ্যক।

শ্রম ও কার্য্যশীলতা।

"ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি॥

দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়,
বিনা যত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয়।

আমাদের আজীব ও সুখসৌকর্য্যার্থে যে সমুদায় দ্রব্যের প্রয়োজন, তৎসমুদায়ই পরিশ্রম-সাপেক্ষ। এমন কি পরিশ্রম ব্যতীত আমাদের দেহধারণ করাও অসম্ভব। সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে পরিশ্রমই আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছে। শ্রম-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি দৈবানুগ্রহ ব্যতীত কখনও লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভে অধিকারী হইতে পারে না। যদিও এরূপ দেখা যায় যে, কোন কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ বিনা পরিশ্রমে অতুল ধনৈশ্বর্য্যের ক্রোড়ে বিহার করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ ধনসম্পত্তি প্রথমে যিনি উপার্জ্জন করিয়া-

ছেন, তাঁহাকে প্রভূত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ফলতঃ শ্রমই উপার্জ্জনের দ্বারস্বরূপ; সৌভাগ্য-ভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন না করিলে, কেহ উন্নতিলাভে সমর্থ হয় না।

বহু ধনরত্নের অধীশ্বর হইয়াও, যদি মানবগণ সর্ব্বদা অলস-ভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে তাহার কি শারীরিক কি মানসিক কোনরূপ উন্নতি লাভের অধিকারী হইতে পারে না। শ্রম ভিন্ন উন্নতি লাভের স্বতন্ত্র পন্থা নাই। আমাদের আবাসভূতা এই পৃথিবী একটি মহান্ কার্য্য ক্ষেত্র। সর্ব্বসুখদাতা বিধাতা আমাদিগকে এই বিশাল ক্ষেত্রে সুচারুরূপ কার্য্য করিবার উপযোগী দেহ ও মন প্রদান করিয়াছেন। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ এই কার্য্য-ক্ষেত্রে উপযুক্তরূপ পরিশ্রম সহকারে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তিনিই বিজয়-লক্ষ্মী লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। শ্রমশীল কার্য্যকুশল মহাত্মাদিগের কার্য্যই জীবন, তাঁহারা দিবারাত্রি কার্য্যে অনুরক্ত থাকেন। ফলতঃ তাঁহারা অবিরাম ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, স্বীয় ও অন্যের শ্রেয়ঃ সাধন করিতে সমর্থ হন। এইরূপ শ্রমশীল কার্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্ব স্ব ক্ষমতা-বলে সৌভাগ্য-গিরির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া থাকেন।

শ্রমশীল কর্ম্মঠ ব্যক্তি সময়কে অতি মূল্যবান্ জ্ঞান করিয়া

থাকেন। যে সকল শ্রমশীল কার্য্যকুশল মহাপুরুষ সংসারে কৃত-কার্য্যতা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা এই ধরাধামে স্বীয় স্বীয় যশো-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অবসর লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মের অমৃতনিস্যন্দিনী মধুর ধ্বনিতে মানব-হৃদয় বিমোহিত করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সময়ের যথার্থ গৌরব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রম সহকারে সময়ের সদ্ব্যবহারের উপর কৃতী ব্যক্তিদিগের উন্নতিরূপ সৌধমালা বিনির্ম্মিত হইয়া থাকে। অলস ব্যক্তিরা সংসারের আবর্জ্জনা স্বরূপ; তাহাদের জীবন ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। সংসারে আসিয়া, যাহারা সংসারের কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হয় না, পশ্বাদি ইতর প্রাণী হইতে তাহাদের পার্থক্য কি? যে মানব-সন্তান শ্রমবিমুখ হইয়া, কার্য্য সাধনে বিরত থাকে, তাহার পক্ষে সৌভাগ্যের দ্বার চিররুদ্ধ। বঙ্গের কৃতী সন্তান রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ প্রগাঢ় পরিশ্রম ও গুরুতর অধ্যবসায়-প্রভাবে কত উচ্চস্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! ইঁহারা কেহই ধনবানের ভবনে জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। সামান্য গৃহস্থগৃহে দুঃখদারিদ্র্যের অতি কঠোর হস্তে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। বাল্যজীবনে ইঁহাদের সহায়-সম্পত্তির মধ্যে একমাত্র শ্রমশীলতা ভিন্ন আর

কিছুই পরিলক্ষিত হয় নাই। এই শ্রমশীলতা গুণেই ইঁহারা স্ব স্ব উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রমশীলতা হইতে স্বাবলম্বন বা আত্মনির্ভরতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। আত্ম-নির্ভরতা মনুষ্যত্বের দ্বারস্বরূপ। যে জাতি বা যে সমাজে এই পরম পবিত্র আত্মনির্ভরতা পরিলক্ষিত হয় না, সে জাতি বা সে সমাজ ধূল্যবলুণ্ঠিত ব্রততীর ন্যায় ধরাতলে পতিত থাকে, অন্যের সাহায্য ব্যতীত দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় না। আর শ্রমশীল স্বাবলম্বন-পরায়ণ ব্যক্তি সংসারের সমুদয় বাধা বিঘ্নের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক বীর গর্ব্বে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় প্রভা বিস্তার করিয়া থাকেন। গালিলিও, আর্কিমিডিস্, নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন, ওয়াট, আর্করাইট্, বরাহমিহির প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণ বহুগবেষণা, বহু অনুধ্যান এবং বহু তপস্যা দ্বারা যে মহীয়সী কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

এই যে বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই উন্নতির স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে, একমাত্র শ্রমশীলতাই এই উন্নতির মূল। এই স্পর্শমণির সংযোগে মানব-সন্তান কত প্রকার রত্ন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। "সাধনায় সিদ্ধি" এই বীজমন্ত্রসহকারে যে ব্যক্তি কার্য্যে প্রবৃত্ত

হয়, সর্ব্বধ্বংশকারী আলস্য তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। স্বনাম-বিখ্যাত গালিলিও পঞ্চাশৎ বৎসর গুরুতর পরিশ্রম ও দৃঢ় পরিচিন্তন দ্বারা দোনকের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রমশীল কার্য্যযোগী ধীমান্ নিউটন বলিয়াছেন,—“আমি যে কিছু কার্য্য সাধন করিয়াছি, তৎসমস্তই গুরুতর পরিশ্রম ও পরিচিন্তনের ফল।”

শ্রমশীল কার্য্যপরায়ণ ব্যক্তির নিকট কোন কার্য্যই অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হয় না। কার্য্যই মনুষ্যের জীবন, কার্য্য করিবার নিমিত্তই মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু কার্য্য করিতে হইলে, শ্রমশীলতার প্রয়োজন। শ্রম ভিন্ন কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। শ্রমই কার্য্যের জনক। কিন্তু উপযুক্ত ক্ষেত্র ও উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে ফললাভে ব্যাঘাত জন্মে। পণ্ড শ্রমে দেহের অবসান করা মূর্খতার পরিচায়ক। ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট কোন প্রকার শ্রম বৃথা ব্যয়িত হয় না। এজন্য কার্য্যবীর মহামনা নেপোলিয়ন “অসম্ভব” শব্দের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছিলেন। আলস্যপরায়ণ শ্রমবিমুখ জড়প্রকৃতি মনুষ্যদিগের নিকট সকল কার্য্যই অসম্ভব বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।

মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায় বিদ্যাবুদ্ধির সহিত শ্রম সংযুক্ত

হইলে, সমধিক শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। এই যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্ প্রভৃতি সৌভাগ্য ও মনুষ্যত্বের লীলা-ক্ষেত্রসমূহ এত উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ পর্য্যালোচনা করিলে, বিদ্যাবুদ্ধির সহিত শ্রম-সংযোগ ভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। বিধাতা, মানবের উন্নতি তাহার নিজ হস্তে, ন্যস্ত রাখিয়াছেন। পরিশ্রম কর, সাধনা কর, অভীষ্ট তোমার করায়ত্ত হইবে। নিরন্তর পরিচিন্তন ও পরিশ্রমের গুণে বুদ্ধিশক্তিও শাণিত অস্ত্রের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। মনুষ্য কার্য্যময় জীবন লইয়া সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, এই কার্য্যের অবসানই মৃত্যু। আমরণ শ্রম সহকারে কার্য্য করাই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া কাপুরুষের পরিচয়। শ্রমশীল কার্য্যপরায়ণ সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষগণ পুরুষকার সহকারে কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করেন। তাঁহারা জড়তা ও ভোগবিলা-সিতাকে চরণে বিদলিত করিয়া, অভীষ্টসাধনে কৃতসংকল্প হন। তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র সর্ব্বত্রই বিস্তৃত; কি অগাধ মহাসমুদ্র, কি মহাশ্মশানতুল্য জীব-জন্তু-বিরহিত মরুস্থল, কি চিরনীহারসমাচ্ছন্ন অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, কি নানা শ্বাপদ-পরিপূর্ণ দুর্গম কানন, এসকলই তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র। উত্থান

পতন, অবনতি উন্নতি, সফলতা বিফলতা কিছুতেই তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহারা পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং যত্নসহকারে সংসার-ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিয়া থাকেন। মানব সন্তান কথন পশ্বাদির ন্যায় আহার নিদ্রাদির দাসত্ব ও সেবা করিবার নিমিত্ত সংসাররূপ কার্য্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন নাই। কার্য্য করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই প্রত্যেক মানবের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

সংসারে অবস্থিতি করিতে হইলে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিংবা দুঃখভোগ কাহারও ভাগ্যে সংঘটিত হয় না; রথচক্রের ন্যায় সুখ দুঃখ নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে। যিনি, কি সম্পদ কি বিপদ সকল অবস্থায় কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে সমর্থ, তিনিই সৌভাগ্য লাভের অধিকারী হইতে অবসর লাভ করিয়া থাকেন। অবসর বুঝিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, বুদ্ধি পরিচালনা পূর্ব্বক চলিতে পারিলে, শ্রীবৃদ্ধি লাভে কাহাকেও বঞ্চিত হইতে হয় না।

শিল্প ও বাণিজ্য।

"বাণিজ্য বসতে লক্ষ্মী।"

যে বিদ্যা দ্বারা স্বভাবজাত বস্তুর আকারাদি পরিবর্ত্তিত করিয়া মনোমত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারা যায়, সামান্যতঃ তাহাকে শিল্পবিদ্যা বলা যাইতে পারে। শিল্পবিদ্যা মানবজাতির সুখ সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধি করিবার একটি প্রধান উপায়। এই মহোপকারিণী বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে প্রত্যেক ব্যক্তির যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। শিল্পবিদ্যা প্রধানতঃ দ্বিবিধ;—সূক্ষ্ম ও স্থূল। চিত্রকার্য্য, ভাস্করকার্য্য, সীবন কার্য্য প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিল্প, আর গৃহাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি বহুবিধ কার্য্য স্থূল শিল্পের অন্তর্গত।

লোকযাত্রা নির্ব্বাহ এবং সুখ সৌকর্য্য সাধন জন্য মানবগণ নিত্য নূতন বুদ্ধি কৌশল বিস্তার করিয়া, নূতন

নূতন শিল্পের উদ্ভাবন করিতেছে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও উন্নতি সাধিত হইতেছে। এই উন্নতির সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। শিল্পবিদ্যাই মনুষ্যের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের প্রধান সহায়। শিল্পজ্ঞান ব্যতীত মনুষ্যের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা সুকঠিন। পরম কৃপাবান্ পরমেশ্বর মনুষ্যমাত্রকেই শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার শক্তি দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে, প্রত্যেক মনুষ্যই কোন না কোন প্রকার শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে। শ্রমোপার্জ্জিত ফল সমধিক সুমিষ্ট বোধ হইয়া থাকে; এজন্য পরমেশ্বর প্রকৃতিজাত বস্তুতে সংসার নির্ব্বাহের সম্পূর্ণ উপযোগিতা প্রদান না করিয়া, কিয়দংশ শিল্পবিদ্যার অধীন করিয়াছেন। মনুষ্য কিঞ্চিন্মাত্র যত্নসহকারে স্বভাবজাত বস্তুর সহিত সেই শিল্পবিদ্যার সংযোগ করিলেই সাংসারিক নানাবিধ সুখ সাধন করিতে সমর্থ হইতে পারে।

পৃথিবীতে যে সকল পদার্থ স্বভাবতঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই সকল পদার্থের অধিকাংশই শিল্পের সংযোগ ব্যতীত আমাদের সুখসাধক ও ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না। স্বভাবতঃ এক প্রকার ধান্য বা গোধুম উৎপন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি কৃষির সাহায্যে আমরা সেই ধান্যাদির

পারিপাটা সাধন না করি, তবে কখনই আশানুরূপ শস্য প্রাপ্ত হইতে পারি না। এইরূপ সংসার মধ্যে বহুবিধ দ্রব্য স্বতঃ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, কিন্তু শিল্পবিদ্যার সাহায্য ব্যতীত কখনই তৎসমুদয় আমাদের সম্যক প্রয়োজন সাধক হইতে পারে না। ফলতঃ লোকসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইলে, শিল্পবিদ্যার অনুশীলন করা আবশ্যক।

অতি প্রাচীন কালে যাহারা আম মাংস ভক্ষণ বা যদৃচ্ছালব্ধ ফল মূল আহার করিয়া, অতি কষ্টে দিনযাপন করিত, তাহাদিগের সন্তান সন্ততি এক্ষণে শিল্পবিদ্যা প্রভাবে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ উপাদেয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া সুখী হইতেছে। পূর্ব্বে যাহারা বল্কল পরিধান পূর্ব্বক কোন প্রকারে শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষা করিত, এক্ষণে শিল্পবিদ্যার উন্নতি সহকারে তাহাদিগের বংশধরগণ নয়নানন্দপ্রদ পরিচ্ছদে এবং বিচিত্র মণি-মুক্তা-হীরকাদি খচিত বিবিধ ভূষণে বিভূষিত হইয়া, বিবিধ বিলাসসাধক দ্রব্য উপভোগ করিতেছে। পূর্ব্বকালে যাহারা সামান্য শয্যাও প্রস্তুত করিতে না পারিয়া, ধরাশয্যায় নিশা যাপন করিত, তাহাদের বংশধরেরা এক্ষণে অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্কোপরি দুগ্ধফেন সদৃশ শয্যায় শয়ন করিয়া, বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিতেছে। যাহারা গিরি-গুহা কিংবা তরুতলবাসী

হইয়া, যাবজ্জীবন শীতাতপ প্রভৃতি নানা নৈসর্গিক উপদ্রব সহ্য করিয়াছে, এক্ষণে তাহারা সুরম্য হর্ম্ম্যে পরিবার-পরিবেষ্টিত হইয়া, পরম সুখে জীবন যাপন করিতেছে।

শিল্পজ্ঞানের অভাবে যাহারা পদচারণ ব্যতীত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে সমর্থ হইত না, সূর্য্যের উদয়াস্ত ভিন্ন অন্য উপায়ে দিঙ্‌নিরূপণ করিতে পারিত না, দিবারাত্রি ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কালবিভাগ করিতে জানিত না, শারীরিক বল ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইত না, এবং সামান্য তরণীর অভাবে ক্ষুদ্র তটিনীও উত্তীর্ণ হইতে পারিত না, কেবলমাত্র স্বভাবজাত দ্রব্য সমূহের প্রতি নির্ভর করিয়া, এক প্রকার নরাকার দ্বিপদ পশুর ন্যায় কালযাপন করিত, শিল্প-বিদ্যা-প্রভাবে তাহাদিগের সন্তানগণ অপূর্ব্ব বাষ্পীয় যানারোহণে অত্যল্পকাল মধ্যে শত শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী অভীপ্সিত স্থানে গমন করিতেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে কত দূরদেশের বার্ত্তা অব-গত হইতেছে, দিগ্দর্শন যন্ত্রের সাহায্যে অকূল সাগর মধ্যে রজনাযোগেও দিঙ্নির্ণয় করিয়া, অভিলষিত পথে গমন করিতেছে, অত্যদ্ভুত ঘটিকাযন্ত্র প্রস্তুত করিয়া, অতি সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্মরূপে সময় বিভাগ করিতেছে, বাষ্পীয় যন্ত্র-সাহায্যে

বহু শ্রমসাধ্য কার্য্য সকল অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিতেছে, প্রকাণ্ড পোত নির্ম্মাণ করিয়া, নিঃশঙ্কচিত্তে দুস্তর সাগর উত্তীর্ণ হইয়া, নানা দেশের সহিত বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছে, নানা দেশে গমন পূর্ব্বক তত্তদ্দেশীয় অধিবাসিবর্গের রীতি নীতি অবগত হইয়া, বিবিধ তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছে। ফলতঃ শিল্পবিদ্যা আমাদের পরম শুভকরী। আমরা এই পরমোপকারজননী বিদ্যায় অনভিজ্ঞ থাকিলে, সংসারের কোনরূপ বিশেষ উপকার সাধনে সমর্থ হই না। শিল্পজ্ঞানের অভাবে অসামান্য পণ্ডিতগণও, কার্য্যকালে অজ্ঞানীর সহিত তুলনীয় হইয়া থাকেন। শিল্পবিদ্যা দ্বারা দুর্ল্লভকে সুলভ করা যায় এবং অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যকে সর্ব্বজনলোভনীয় দ্রব্যে পরিণত করা যায়। শিল্পবিদ্যা দ্বারা পরাধীন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহে সমর্থ হইয়া থাকে, দরিদ্র ধনশালী হইয়া থাকে এবং দেশের দুঃখদারিদ্র অন্তর্হিত হইয়া যায়। ফলতঃ শিল্পবিদ্যানুশীলনের যে কত উপকার এবং তদ্দারা যে জনসমাজের কত প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা বর্ণনাতীত।

বাণিজ্য ব্যতীত দেশের ধন বৃদ্ধি হইতে পারে না। কৃষি ও শিল্পই বাণিজ্যের প্রধান সাধক। কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য

বাণিজ্যের সাহায্যে দেশ-দেশান্তরে নীত না হইলে, তদ্দ্বারা দেশের ধনাগমের পথ প্রস্তুত হইতে পারে না।

বাণিজ্য দ্বিবিধ। অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য। যদ্দ্বারা দেশের এক ভাগের উৎপন্ন দ্রব্য অন্য ভাগে নীত হইয়া বিক্রীত হয়, তাহার নাম অন্তর্ব্বাণিজ্য। ইহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয় না; কেবল দেশের এক অংশের ধন অন্য অংশে গমন করে মাত্র। আর যদ্দ্বারা এক দেশের উৎপন্ন কৃষিজাত বা শিল্পজাত দ্রব্য-সম্ভার বিভিন্ন দিগ্‌বর্ত্তী নানা দেশে চালিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে, তাহার নাম বহির্ব্বাণিজ্য। এই বহির্ব্বাণিজ্যই নানা-দেশীয় ধনরত্ন আনয়ন করিয়া, কৃষি ও শিল্পপ্রধান ভূভাগকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া থাকে। বাণিজ্যই সভ্যতার নিদান। এই বাণিজ্য-প্রভাবেই ইয়ুরোপ ও আমেরিকা দিন দিন অভ্যুদয়ের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইতেছে। এই বাণিজ্য-প্রভাবেই তত্তদ্দেশীয় জনগণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া সুখসৌভাগ্যে স্ব স্ব দেশকে সুরপুরী তুল্য শোভায় সুশোভিত করিতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, এই সকল উন্নতির সজীব মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াও ভারতবাসীর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল না!

কৃষি।

"কৃষি র্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ।"

হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্র ভাবে জীবিকার সংস্থান করিতে হইলে, একমাত্র কৃষি ব্যতীত আর কিছুতেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্প এই ত্রিবিধ বিদ্যার অনুশীলন ব্যতীত মানবের সভ্যতা বা মহত্ত্ব সুরক্ষিত হয় না। কৃষিই দেশের আশা ভরসা এবং কৃষিই প্রাণীদিগের প্রাণ। কোন নীতিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"শোণিত যেমন জীবনীশক্তি, শোণিতের অভাবে যেমন জীবন রক্ষা হয় না, কৃষিই সেইরূপ দেশের শোণিত, কৃষির উপর দেশের জীবন

নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।” আজি যদি পৃথিবীস্থ যাবদীয় রত্নরাজি অতল জলধিগর্ভে প্রবেশ করে, তাহাতে সংসারের তাদৃশ ক্ষতি হয় না; কিন্তু কৃষক যদি কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শস্যোৎপাদনে বিরত হয়, তাহা হইলে আমাদের দুরবস্থার অবধি থাকে না। বিদ্যাবুদ্ধি, সুখৈশ্বর্য্য, পদমর্য্যাদা এবং শৌর্য্য-বীর্য্য প্রভৃতি কিছুতেই সেই দুরবস্থার অপনোদন করিতে পারে না; সভ্যতা-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়, জগতের সুখরাশি অনন্ত দুঃখে পর্য্যবসিত হয়। অদ্য যে স্থান আনন্দকোলাহলে পরিপূর্ণ, সে স্থান হাহারবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, এই সংসার মহাশ্মশানে পরিণত হইয়া, দুর্ভিক্ষ-পিশাচের লীলাক্ষেত্র হইয়া উঠিবে। ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে যে, কৃষিকার্য্যই সভ্যজগতে যাবতীয় উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ। প্রথমে যখন মনুষ্যজাতি যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূল দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত, তখন সংসার ঘোর অসভ্যতান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল; তদনন্তর যখন পাশুপাল্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তখনও তাহাদের অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। তদনন্তর যখন তাহারা দেখিতে পাইল, তাহাদের পদদলিত মৃত্তিকারেণুতে জীবনোপায়ের গুপ্ত ভাণ্ডার বর্ত্তমান রহিয়াছে, সুখসৌভাগ্যের মূল তাহাদের আবাসভূমির চতুর্দ্দিকে প্রসারিত রহিয়াছে, সেই সময় হইতেই

তাহারা ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। কৃষিজাত দ্রব্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজমধ্যে শিল্প ও বাণিজ্য প্রথা প্রবিষ্ট হওয়াতে সুখ ও সৌভাগ্যের স্রোত গৃহে গৃহে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ফলতঃ কৃষিকার্য্য আবিষ্কৃত না হইলে, মানবসমাজ পশ্বাদি ইতর প্রাণী অপেক্ষা উন্নতি লাভ করিতে পারিত না।

প্রাচীন ভারতে কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত আদর ছিল। কৃষিকার্য্য অতি পবিত্র বলিয়া, সাধারণের বিশ্বাস ছিল। মহর্ষিগণ কৃষিকার্য্যকে পরম গৌরবকর জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের যত্নে কৃষিকার্য্যের যার পর নাই শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছিল। কালসহকারে নিরক্ষর ব্যক্তিবর্গের উপর কৃষিকার্য্যের ভার ন্যস্ত হওয়ায়, ভারতীয় কৃষির যার পর নাই অবনতি হইয়াছে এবং এই অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইতেছে। যে দেশের কৃষকগণ যে পরিমাণে কৃষিকার্য্যজ্ঞান-সম্পন্ন, সেই পরিমাণে সেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে। জ্ঞানোন্নতির উপর কৃষিকার্য্যের উন্নতি নির্ভর করিতেছে, তাহার প্রমাণ ইয়ুরোপ ও আমেরিকা। ঐ দুই ভূভাগেরই মৃত্তিকা তাদৃশ উর্ব্বরা নহে, তথাপি বিজ্ঞান বলে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার অধিবাসিগণ দিন দিন

প্রভৃত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। তাঁহারা যেরূপ শিক্ষা, যত্ন, দৃঢ় অধ্যবসায় এবং গুরুতর পরিশ্রম সহকারে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়। এতদ্দেশের কৃষকগণ তাঁহাদের পদানুসরণ পূর্ব্বক কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলে, স্বাভাবিক উর্ব্বরা ভারতীয় মৃত্তিকায় যে, কত শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ভারতের কৃতবিদ্যগণ সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় সহকারে কৃষি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমশঃ উহার উন্নতি হইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় এগ্রিকল্চার সোসাইটির কার্য্যবিবরণী পুস্তিকায় এতদ্দেশীয় কৃষির সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে,—"এতদ্দেশীয় জনগণ অজ্ঞতা ও অনুৎসাহ বশতঃ কোন নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অগ্রসর হয় না। ভারতের মৃত্তিকায় যে গুপ্তধন আছে, তাহা প্রকাশ করিতে অতি সামান্য নিপুণতা আবশ্যক।" বাস্তবিক রত্নপ্রসবিনী বলিয়া ভারতের যে খ্যাতি ভূমণ্ডলে প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রাচীন ভারতের কৃষকগণের অভিজ্ঞতা এবং নৈপুণ্য হইতেই উৎপন্ন। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কৃষক শ্রেণীর যেরূপ আদর, এদেশে কৃষকগণ সেইরূপ আদর ও উৎসাহ পাইলে, কৃষির কখনই এতদূর অবনতি হইত না। ঐ সকল সুসভ্য দেশে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হন

না। সুবিখ্যাত প্রজাহিতৈষী গবর্ণর জেনরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয় এতদ্দেশে অবস্থান কালে কৃষকদিগের উন্নতি সাধনে আন্তরিক যত্নপর ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী এগ্রি-কল্‌চার সোসাইটিতে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, উৎসাহ ও আনন্দের সহিত সামান্য কৃষক এবং মালিদিগকে স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিতেন। মহাত্মা বেণ্টিক কৃষিকার্য্যে সাতিশয় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তিনি আপনাকে কৃষক বলিয়া পরিচয় দিতে ভাল বাসিতেন। পঞ্জাব-সিংহ রণজিৎসিংহের সহিত তাঁহার যে পত্র লেখালিখি হয়, তাহাতে তিনি রণজিৎ সিংহকে লিখিয়াছিলেন,—"মহারাজ, অবশ্য জ্ঞাত থাকিবেন যে, যাবতীয় সম্পত্তির মূলই ভূমি; অতএব যাহাতে তাহার ও তদুৎপন্ন দ্রব্যের গুণের বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে সাহায্য এবং পোষকতা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" ভারতীয় আর্য্যজাতি কৃষিকার্য্যের কীদৃশ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন তাহা কৃষি-পরাশর, কৃত্য-রত্নাকর, অগ্নিপুরাণ, মনুসংহিতা, ব্রহ্মপুরাণ, অমর-কোষাভিধানের বনৌষধিবর্গ এবং আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণা-ভিধানের গুণ নির্ব্বাচন দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

জাষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র।

স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন।

"উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ।"

অশন, বসন, প্রভৃতি জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী কোন বিষয়ের জন্য পরপ্রত্যাশী হওয়া, অপদার্থের লক্ষণ। বনের পশু পক্ষীরাও অন্যের মুখাপেক্ষা না হইয়া, দিগ্‌দিগন্তে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক স্ব স্ব জীবিকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। আমাদের সম্মুখে এই বিশাল রত্ন-প্রসূ পৃথিবী বর্ত্তমান রহিয়াছে; পরিশ্রম কর, চেষ্টা কর, যত্ন কর, অভীষ্টলাভ হইবে—কামনা সিদ্ধ হইবে। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় যাবদীয় পদার্থই যত্ন ও পরিশ্রম সাপেক্ষ, এজন্য বুধগণ বলিয়া থাকেন,—"লক্ষ্মী উদ্যোগী পুরুষ-সিংহকেই আশ্রয়

করিয়া থাকেন।” নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির দ্বারা সংসারের কোন প্রকার উপকার সম্পাদিত হয় না। প্রত্যেক মানব-সন্তানের স্ব স্ব উন্নতি তাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। কৃতী ব্যক্তি মস্তিষ্করূপ মূলধনের সাহায্যে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন। যিনি যে পরিমাণে চেষ্টা করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে সৌভাগ্য-গিরির উচ্চ হইতে উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইবেন। দৈবের মুখাপেক্ষী হইলে, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তোমার বক্ষঃস্থল মুক্তাদামে সুশোভিত করিবেন না—তোমার জীর্ণ ভগ্ন কুটীর, স্বর্ণ-অট্টালিকায় পরিণত হইবে না। আপনাকে উন্নত করিতে হইলে,—আপনাকে মানব নামের যোগ্য করিতে হইলে,—পুরুষকার অবলম্বন করিতে হয়। পুরুষকারই মানবজীবনের উন্নতির একমাত্র ভিত্তিস্বরূপ।

পৃথিবীর আদিম কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, অতীত সাক্ষী ইতিহাসের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া নিরীক্ষণ কর, দেখিতে পাইবে, যেখানে চেষ্টা সেই স্থলেই সফলতা বিরাজ করিতেছে। অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় সাধনার স্তরে স্তরে সফলতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। বঙ্গের কৃতী সন্তান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ মিত্র,

এবং পরভাগ্যোপজীবিতা প্রভৃতির মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক বীর দর্পে স্ব স্ব উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। কেহই তাঁহাদিগের উন্নতির অন্তরায়রূপে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় নাই। অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায়, ঘোরতর দুঃখ দারিদ্রের অনলে দগ্ধ হইয়া, তাঁহাদের প্রতিভা, উদ্দীপনা, গুরুতর শ্রমশীলতা এবং একাগ্রতা শতগুণে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। সরস্বতীর বরপুত্র যে সেক্ষপীয়রের যশঃ-সৌরভে সমগ্র পৃথিবী আমোদিত হইতেছে, যাঁহার লেখনী-বিনিঃসৃত পিযূষ ধারা পান করিয়া বিদ্বন্মণ্ডলী বিমোহিত হইতেছেন, তিনি অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। অর্থাভাবে বাল্যকালে তিনি উপযুক্ত-রূপ বিদ্যাশিক্ষা করিবার সুযোগ পান নাই। জীবিকা নির্ব্বাহার্থে যুবক সেক্ষপীয়র পর-প্রত্যাশী না হইয়া নাট্যশালায় সামান্য অভিনয়ের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। এইরূপ সহায়সম্পত্তিবিহীন যুবক সেক্ষপীয়রের তদবস্থা সন্দর্শনে কে মনে করিয়াছিল, এই দরিদ্র-সন্তান স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন প্রভাবে ভূমণ্ডলে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া যাইবেন? কে মনে করিয়া-ছিল, তিনি স্বকীয় উন্নতির বিজয়ভেরীর ঘোর নিনাদে অবসাদগ্রস্ত, আলস্যপরায়ণ ও পরভাগ্যোপজীবী জনগণের মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিবেন? কে মনে করিয়াছিল, তিনি যে সাহায্য

METCALFE PRESS

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সাধনারূপ মহাতীর্থে শত শত যাত্রী গমন করিতে অভিলাষী হইবে।

শাস্ত্রকারেরা পরান্নভোজী এবং পরগৃহবাসী জনগণের জীবনধারণ মৃত্যুবৎ এবং মৃত্যুই একমাত্র তাহাদিগের বিশ্রাম বা শান্তির স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক যে মনুষ্যসন্তান নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান পূর্ব্বক অন্যের অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, জীবন যাপন করিয়া থাকে, তাহার জীবনে ধিক্! তাহার মনুষ্যজন্মগ্রহণে ধিক্! আত্মমর্যাদা মনুষ্যজীবনের অতি গৌরবের পদার্থ; যাহার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান নাই, তাহার জীবন পশুতুল্য। যে নরাধম একমুষ্টি অন্নের জন্য আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিয়া, কুক্কুরের ন্যায় অন্যের পদলেহনে উদর পূরণের বাসনা করে, তাহার জীবন ধারণ বিড়ম্বনামাত্র। বিশ্বসংসারে আপনিই আপনার প্রধান সহায়। যে ব্যক্তি আপনার ক্ষমতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ধীর ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, সিদ্ধি তাঁহাকে কখনই পরিত্যাগ করে না। পরপ্রত্যাশী কখনই ভাগ্য-লক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে না। আমাদের পদদলিত মৃত্তিকারেণুতে আমাদের জীবনোপায় নিহিত রহিয়াছে; প্রকৃতি সর্ব্বত্রই

ধনভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। চেষ্টা সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, স্বীয় উদরান্ন সংস্থান কিংবা পরিবার প্রতিপালন দুর্ব্বহ ভার বোধ হইবে না। সংসারে প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়, যাহারা প্রথম বয়সে আশ্রয়বিহীন এবং উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া, এই পৃথিবীকে জীর্ণারণ্য বা দুঃখসন্তাপের মরুভূমি বলিয়া বোধ করিতেন, তাঁহারাই আত্মনির্ভরতার প্রভাবে সুখ-সৌভাগ্যকে করায়ত্ত করিয়া, উত্তরকালে শত শত নিরাশ্রয় অন্নহীনের আশ্রয়ভূত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কীর্ত্তিপ্রভাবে জনসমাজ অভূতপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত হইয়াছে!

গুরুতর পরিশ্রম, দৃঢ় অধ্যবসায়, অদম্য উৎসাহ, এবং সমীচীন কার্য্যশীলতা প্রভৃতি গুণগ্রাম মানবজীবনকে সৌভাগ্যরূপ মহাতীর্থে লইয়া যায়। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ এই মহাতীর্থ দর্শনে সমর্থ তাঁহারই জীবন সার্থক। মহাত্মা বেকন বলিয়াছেন,—"প্রত্যেক মানবের উন্নতির উপায় তাহারই স্বীয় হস্তে বিরাজ করিতেছে।" মানবসন্তান যদি হৃদয়-বলে বলীয়ান্ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যে কোন উপায়েই হউক, ন্যায়মার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক, স্বীয় উন্নতির পথ প্রস্তুত করিব, পরিশ্রমের বিনিময়ে স্বীয় উদরান্নের সংস্থান করিব, ললাটের স্বেদ বিন্দুর পরিবর্ত্তে স্বাবলম্বন দ্বারা মানব

জীবন সফল করিব, তবে তিনি নিশ্চয়ই উন্নতি লাভে সমর্থ হইবেন। মানবের কার্য্যই জীবন, কার্য্যই সুখ, কার্য্যই শক্তি এবং কার্য্যই জীবনের বিকাশ। স্বনামখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি বলিয়াছিলেন,—"আমি আমার জীবনের সীমা অবগত আছি; কিন্তু কার্য্যের সীমা অবগত নহি।" এই মহাপুরুষ স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন প্রভাবে অতি সামান্ত অবস্থা হইতে আপনাকে ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে আরোহিত করিয়াছিলেন। মানবজীবন কার্য্যের দাস, কার্য্যবিহীন হইলে, জীবনের জীবনত্ব আর কি রহিল; এই জন্যই আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কার্য্য করিতেই উপদেশ দিয়াছিলেন। বাস্তবিক কর্ত্তব্যবুদ্ধির অনুমোদিত কার্য্য সম্পাদন করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। বিবেকবুদ্ধি দ্বারা কার্য্য চিন্তা করিয়া, তদবলম্বন করাই প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

উদ্যোগী পুরুষ-সিংহ একমুহূর্ত্ত সময়ও বৃথা অতিবাহিত করেন না। সময়ের সদ্ব্যবহারের উপর যে উন্নতির ভিত্তি সংস্থাপিত, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। এজন্য যে সময়ের যে কার্য্য, সে সময়ে তাহা সম্পাদন করিতে তাঁহারা কদাপি পরাঙ্মুখ হন না। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা সহজেই সুচারুরূপে সম্পাদিত

হইয়া থাকে। উদ্যোগশীল মহাপুরুষগণ কখনও কোন বিষয়ে অন্যদীয় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন না। "শরীরং বা পাতয়েয়ং, মন্ত্রং বা সাধয়েয়ম্," এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহারা আত্মনির্ভরতার উপর নির্ভর করিয়া, উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় গন্তব্য পথে গমন করিয়া থাকেন। শাশ্বতবংশীয় মহারাজ সৌবীরের মহিষী বিদুষী বিদুলা একদা স্বীয় পুত্র সঞ্জয়কে উপদেশ দিয়াছিলেন,—"বৎস! মহৎ কার্য্যের সংসাধনে সর্ব্বদা যত্নবান থাকিবে। উদ্যমই পুরুষকার, অতএব উদ্যমশীল হও; 'নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধ হইবে' এরূপ স্থির বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।" অলস ব্যক্তির পক্ষে উন্নতির দ্বার চিররুদ্ধ। প্রভূত বিক্রমশালী সুপ্ত সিংহের মুখ-বিবরে কখনও মৃগ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হয় না,—নিষ্পেষণ না করিলে তিল হইতে তৈল নির্গত হয় না। সেইরূপ যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম না করিলে সংসারে কোন প্রকার অভীষ্ট লাভ ঘটিয়া উঠে না। এই পৃথিবী আমাদের কার্য্যক্ষেত্র; কার্য্য করিবার জন্যই আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বালকগণ, তোমরা পবিত্র বাল্য জীবনে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও; এবং আমরণ তাহার সাধনা করিতে থাক।

ক্রোধ—ক্ষমা।

"ক্রোধবিজয়াদেব হিংসা-পারুষ্য-মদ-মান-মাৎসর্য্যাদয়োঽপি
বিজিতা এব ভবিষ্যন্তি"।

ধ প্রজ্বলিত পাবকরাশি, ক্ষমা স্নিগ্ধ বারি-ধারা। অগ্নিতে জল-সংযোগ হইলে, যেমন তাহা হীনপ্রভ, নিস্তেজ ও নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ ক্ষমার আবির্ভাবে ক্রোধ বিলুপ্ত-প্রভাব এবং নির্ব্বাণ হইয়া থাকে। ক্রোধ অন্তঃকরণের অতি নিকৃষ্ট বৃত্তি। ক্রোধের বশীভূত হইলে, মানবের কর্ত্তব্য জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ত্তব্যজ্ঞান তিরোহিত হইলে, পরিমল-বিহীন পুষ্পের ন্যায় সে জীবনের গৌরব অস্তমিত হইয়া থাকে। এজন্য নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রযত্নে ক্রোধ পরিহার করিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ প্রদান করিয়া

থাকেন। শৌর্য্যবলে অসংখ্য বহিঃশত্রু পরাজিত করিয়াও, যিনি অন্তঃশত্রু ক্রোধের পরাজয় সাধনে অসমর্থ, তিনি প্রকৃত জেতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। বৃক্ষ কোটর-গত বহ্নির ন্যায় ক্রোধ অহরহঃ মনুষ্যকে দগ্ধ করিতে থাকে। ক্রোধান্ধ ব্যক্তির দ্বারা পৃথিবীর যে কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

আমাদের অন্তঃকরণে যে সকল বৃত্তি আছে, তৎসমুদায়ের আতিশয্যই দোষাবহ। বিশেষতঃ নিকৃষ্ট বৃত্তি সমূহের আতিশয্যে মনুষ্যত্ব বিনষ্ট হইয়া থাকে। মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর মহাবীর আলেক্‌জেণ্ডার বীরদর্পে নানা দেশে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডান করিয়া, একদা পারস্যদেশে বিজয়োৎসবে প্রবৃত্ত হন এবং অপরিমিত মদ্য পান করেন। এই প্রমত্ত অবস্থায় তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া, মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, সোদরতুল্য প্রীতিভাজন স্বকীয় ধাত্রী-পুত্রের জীবন সংহার করেন। যিনি বিপুল বিক্রম সহকারে বহিঃশত্রুগণকে পরাজিত করিয়া, মহাবীর নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই বীরপুরুষ অন্তঃশত্রু দুর্জ্জয় ক্রোধের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন! বাস্তবিক ক্রোধ মানবগণের ঘোরতর শত্রু। ক্রোধান্ধ ব্যক্তির ভ্রূকুটি-কুটিল মুখমণ্ডল ও

রোষকষায়িত নয়নদ্বয় অবলোকন করিলে, অন্তঃকরণে অতি বীভৎস ভাবের উদয় হয়। এজন্য মহাজ্ঞানী প্লেটো বলিয়াছেন,—"তোমার অন্তরে যখন ক্রোধোদয় হইবে, তখন দর্পণে স্বীয় মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিবে।"

মানবপ্রকৃতি স্বভাবতঃ অত্যন্ত দুর্ব্বল। প্রাকৃত জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষা-প্রভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বলে বলীয়ান্ হইলেও, প্রাকৃতিক দৌর্ব্বল্য মানব-প্রকৃতিকে এককালে পরিত্যাগ করে না। এজন্য প্রত্যেক মনুষ্যেরই পদে পদে পদস্খলন হইবার সম্ভব। বিবেক-বুদ্ধিবিহীন অদূরদর্শী মানবের ত কথাই নাই; অনেক সময় দেখা যায়, পরম জ্ঞানসম্পন্ন ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিও কখন কখন ভ্রম বা অসাবধানতা বশতঃ চিত্তদৌর্ব্বল্যের অধীন হইয়া, অন্যের নিকট অপরাধী হইয়া পড়েন। সংসারমধ্যে এমন ব্যক্তি কে আছেন, যাঁহার জীবনে কখন কোন না কোন অপরাধ বা ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। মনুষ্য-প্রকৃতিই যখন এইরূপ, তখন একে অপরের দোষ অনুসন্ধান করিতে গেলে, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা অতীব কঠিন হইয়া পড়ে। ক্ষমাই এই সামাজিক মহাব্যাধির একমাত্র ঔষধ। ফলতঃ শান্তিদায়িনী ক্ষমা এ নশ্বর জগতে স্বর্গের বিমল জ্যোতিঃ; ক্ষমা মানব হৃদয়ে

অপার্থিব ঐশ্বর্য্য এবং জীবন-সংগ্রামে অভেদ্য বর্ম্ম। যে উদার-হৃদয় মহাপুরুষ কি আত্মীয় কি অনাত্মীয়, কি শত্রু কি মিত্র সকলকেই সমভাবে ক্ষমা প্রদর্শন করিতে সমর্থ, তিনিই জগতে অজেয়। তাঁহার নামের জয়পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান হইতে থাকে।

ক্ষমাশীল মহাপুরুষেরা অন্যের হৃদয়ে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। তাঁহারা কাহারও দোষ দর্শন করিলে, ঔদ্ধত্যভাব পরিহার পূর্ব্বক অতি সুমধুর উপদেশ-গর্ভ বচনপরম্পরা প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহার শাসন করিয়া থাকেন; এরূপ মধুর ব্যবহারে দোষী ব্যক্তি তাঁহার চরণে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোন দুষ্ক্রিয়াসক্ত ব্যক্তি লোকসমাজে নিন্দিত বা তিরস্কৃত হইয়া যখন হতাশ হইয়া উঠে, তখন যদি কোন ক্ষমাশীল মহাত্মা আন্তরিক প্রীতি ও মিষ্টবাক্য সহকারে তাহাকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পান, তবে সে যতই কেন কলঙ্কিত, যতই কেন দুষ্ক্রিয়াসক্ত হউক না, সে পাপ পথ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। যে উদ্ধত ব্যক্তি গুরুজনের ও সুহৃদ্বর্গের তিরস্কারে এবং সামাজিক কঠোর শাসনে অনুতপ্ত কিংবা বিনম্র হয় না, সেই ব্যক্তি, হয় ত, কোন সদাশয় ব্যক্তির একবিন্দু স্নেহাশ্রু ও ক্ষমার স্বর্গীয়

মধুরতায় বিনম্র হইয়া থাকে! মহাপরাক্রমশালী উদ্ধত যুবক ফুলা সিংহ পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের একমাত্র ক্ষমাগুণের নিকট মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য বিষধরের ন্যায় অবনত মস্তক হইয়াছিলেন। ফলতঃ প্রভূত বিক্রম, সুশাণিত অসি এবং অমিত ভুজবলে যাহা সাধিত না হয়, একমাত্র ক্ষমা দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক্রোধ মনুষ্যকে পশুভাবাপন্ন করিয়া থাকে, ক্ষমা দেবত্ব প্রদান করে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে দুর্য্যোধনের প্রীতিসাধন মানসে ক্রূরকর্ম্মা অশ্বত্থামা একদা পাণ্ডবগণের অনুপস্থিতি কালে রজনীযোগে পাণ্ডব-শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাঞ্চালগণের জীবন সংহার করিয়াছিল। দ্রুপদনন্দিনী প্রাণাধিক পঞ্চপুত্র এবং ভ্রাতার শোকে অধীর হইয়া, বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার করুণ বিলাপে ভীমার্জ্জুনের হৃদয়ে ক্রোধ ও প্রতিহিংসাবৃত্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া, অশ্বত্থামার বধোদ্দেশে ধাবিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা সমরে অশ্বত্থামাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া দ্রৌপদীসমীপে আনয়ন করিলে, স্বভাবতঃ কোমলহৃদয়া মধুরভাষিণী দ্রৌপদী দেবী, ভীমসেনকে কহিলেন,—"বীরবর! যদিও এই পাপাত্মা আমার সর্ব্বনাশ

সাধন করিয়াছে, কিন্তু এ ব্যক্তি তোমার গুরুপুত্র, অতএব তোমার অবধ্য। ইহার বধ সাধন করিলে, তোমার ঘোরতর অপযশ হইবে। অতএব এই ব্রাহ্মণের জীবন আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর।" দ্রৌপদীর অনুরোধেই অশ্বত্থামা মুক্তিলাভ করিলেন। যে ব্যক্তি চিরকাল শত্রুতা সাধন করিয়া আসিয়াছে, যাহার হস্তে প্রাণাধিক পুত্র এবং লোকবিখ্যাত ভ্রাতা নিহত হইয়াছেন, তথাবিধ শত্রুকে করাগত দর্শন করিয়াও, দ্রৌপদী দেবী তাহার প্রতি একটিও কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই! প্রত্যুত ভীমের নিকট বিনয়গর্ভ মধুর বচনে তাদৃশ আততায়ীর প্রাণ ভিক্ষা লইলেন!

যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ দুর্জ্জয় রিপু ক্রোধকে দমন পূর্ব্বক ক্ষমার মহিমা বিস্তার করিতে সমর্থ হন, তিনি নরকুলের উপাস্য দেবতা। তাঁহার মহিমা সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতে থাকে। মানব, তোমার নয়নে ক্রোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, ঈর্ষার কুটিলতা কিংবা প্রতিহিংসার চিতাগ্নি দর্শন করিলে, কেহই তোমাকে হৃদয়-মন্দিরে স্থানদান করিবে না; কিন্তু যদি তুমি ক্রোধ পরিহার করিয়া, ক্ষমার অতি পবিত্র, অতি স্নিগ্ধ কোমল ভাব প্রদর্শন কর, তবে অনায়াসেই সংসারে বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে। একদা কোন ব্যক্তি

ক্ষমাপরায়ণ সক্রেটিসের কর্ণমূলে চপেটাঘাত করিলে, তিনি হাস্য সহকারে বলিয়াছিলেন,—"বড়ই দুঃখের বিষয় যে, কোন্ সময়ে যুদ্ধের আয়োজন করিতে হয়, তাহা তুমি অবগত নহ।" মহাপুরুষেরা এইরূপ ক্ষমার পবিত্র ভাব প্রদর্শন করিয়া, সমাজমধ্যে শান্তি সংস্থাপিত করিয়া থাকেন।

আত্মসংযম।

"আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

অনর্থের পথ হয় ইন্দ্রিয় দুর্দ্দম।
সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয় সংযম॥

এই দুই পথ তুমি জানিবা নিশ্চয়।
সেই পথে চল, যাতে ইষ্টলাভ হয়॥"

বিবিধ পদার্থরাজি পরিপূর্ণ এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড এক অত্যদ্ভুত মহাকর্ষণ শক্তি-প্রভাবে আকৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে। প্রকাণ্ড সূর্য্যমণ্ডল-সমন্বিত সৌরজগৎ হইতে আমাদের পদ-দলিত বালুকা-কণা পর্য্যন্ত সমুদায় পদার্থই এই বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তির নিকট মস্তক অবনত করিয়া, স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজন সম্পাদন করিতেছে। এই মহাকর্ষণ সূত্রে গ্রথিত না থাকিলে,

সকল পদার্থই শৃঙ্খলা বিহীন ও বিপর্য্যস্তভাবে বিক্ষিপ্ত থাকিত। এই মহাশক্তি প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত না হইলে, লীলাময়ী প্রকৃতি কাদৃশী দশা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা কল্পনাপটে চিত্রিত করিতে মানবের চিত্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে। বিশ্বের এই বিস্ময়কর ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা প্রভূত শিক্ষা লাভ করিয়া থাকি। মহাকর্ষণ শক্তির অভাবে প্রাকৃতিক জগতে যে বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা, একমাত্র সংযমের অভাবে মানব সমাজের ঠিক সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এই উপপ্লবকারী বিশৃঙ্খলার সামঞ্জস্য রাখিবার জন্যই সংযমের প্রয়োজন। ফলতঃ সংযমই মানব সমাজের উন্নতির একমাত্র নিদান। যে সমাজে সংযমের যে পরিমাণে আধিক্য হয়, সেই সমাজ সেই পরিমাণে সুনিয়ন্ত্রিত থাকিয়া, উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

"আত্মসংযম ব্যতীত আত্মার উন্নতি সাধিত হয় না," ইহা মহাজন-বাক্য। এই মহামন্ত্র সাধনে দীক্ষিত হওয়া, প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য। এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে, চিত্তের দৃঢ়তা থাকা নিতান্ত আবশ্যক। আত্মসংযম প্রভাবে মানবগণ এক অতি অনির্ব্বচনীয় সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। এই সুখের তুলনায় পার্থিব যাবতীয় সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। উচ্ছৃঙ্খল সসাগরা ধরার অধী-

শ্বর অপেক্ষাও আত্মসংযমী অধিকতর সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন। কারণ সংযমীর চিত্তক্ষেত্র সন্তোষের লীলা নিকেতন; সুতরাং অসন্তোষজনিত অশান্তি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে মহারাজাধিরাজের হৃদয়ে অশান্তি প্রভৃতি সর্ব্বদা আধিপত্য করায়, তিনি সন্তোষের সুমধুর রসাস্বাদনে সর্ব্বদা বঞ্চিত থাকেন।

ভোগ-বিলাসী সুখাসক্ত লঘুচেতা ব্যক্তি কখন চিত্তসংযম-জনিত বিমল সুখের আস্বাদনে অধিকারী হয় না। চিত্তের সংযমই মানব হৃদয়ের প্রধান ভূষণ। আহার বিহার প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে সংযত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা অাচিরে স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং দেহের বিনাশ সংঘটন হয়। সেইরূপ যে সকল মনোবৃত্তি দ্বারা আমরা পরিচালিত হইয়া থাকি, অসংযতভাবে সেই সকল বৃত্তি চরিতার্থ করিলে, আমাদিগকে পদে পদে বিপদে পতিত হইতে হয়। অসংযত চিত্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা সমাজের যে কত অনিষ্ট সংসাধিত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলতঃ সংযম ব্যতীত কি নিজের কি সমাজের কোন প্রকার কল্যাণ সাধন করা যায় না।

সংযমী ব্যক্তি অবস্থাবিপর্য্যয়ে কিছুমাত্র বিচলিত হন না। দুঃখের ভীষণ দৃশ্যে তিনি ভীত হন না, অথবা সুখের সুমধুর

আলিঙ্গনে তিনি বিমুগ্ধ হন না। তিনি অটল পর্ব্বতের ন্যায় শোক মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড সন্তাপ, বিষাদ ঘন ঘটার গভীর কালিমা অথবা সম্পদের অবিরাম বারিধারা অবিচলিত ভাবে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, ও চিত্তপ্রসাদ তাঁহার চিরসহচর। প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বিশ্বামিত্রের ছলনায়, তাঁহাকে সমগ্র সাম্রাজ্য দান করিয়া, কপর্দ্দক-শূন্য রাজপথের ভিখারী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এতাদৃশ অবস্থা বিপর্য্যয়ে অণুমাত্র বিচলিত হন নাই। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, প্রশান্তভাবে রাজমহিষী শৈব্যাদেবীর নিকটে যখন এই শোচনীয় ঘটনা প্রকাশ করিলেন, তখন সংযতচিত্তা, ধর্ম্মপরায়ণা বুদ্ধিমতী শৈব্যাও এই আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্ত্তনে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি জানিতেন, "মনুষ্যের অবস্থা চক্রনেমির ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; অতএব চিত্তের সংযমই শান্তিসুখলাভের একমাত্র উপায়। ফলতঃ যতই কেন দুরবস্থা ঘটুক না, সংযমী কদাচ মনুষ্যত্বচ্যুত হন না।

আত্মসংযমীর চিত্তক্ষেত্র শান্তিরসের একমাত্র আধার। আত্ম-সংযমীর নিকট শত্রু মিত্র, হর্ষ বিষাদ, সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব ভাব কিছুমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি

সর্ব্বদা বিশ্বপ্রেমের অমৃতময় হ্রদে নিমগ্ন থাকিয়া, জগৎ সংসারকে অমৃত প্রবাহে ভাসমান করেন। কুরুরাজ মহিষী দুর্য্যোধন-জননী গান্ধারীদেবী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল। ভারত সমরানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে, জননীর প্রাণাধিক প্রিয় অপত্যগণ একে একে তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া, ধরাধাম হইতে চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইয়াছে—আনন্দময় রাজভবন ঘন বিষাদ ছায়ায় সমাচ্ছাদিত হইয়াছে—আশাতরু ভগ্ন, শ্রীহীন এবং মৃতপ্রায় হইয়াছে—তাঁহার নিকট জগৎ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে—পাণ্ডবগণ তাঁহার এই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন, তথাপি তিনি পাণ্ডুতনয়দিগকে কুন্তীদেবীর স্থায় প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত ভগবান ব্যাসদেবের সমক্ষে প্রস্তাব করিয়াছিলেন! কি অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, কি অপূর্ব্ব মহানুভাবতা!!

লোকোত্তর মহাত্মাদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের চরিত্র সংযমরূপ অয়স্কান্তে রচিত। লৌহের ন্যায় কঠিনচিত্ত জনসাধারণ যদি তদীয় চরিত্রকে আদর্শরূপে লাভ করিবার সুযোগ পায়, তাহা হইলে তাহাদের চিত্তও তত্তুল্য গুণ ধারণ করে। সংযত মহাত্মার বিমল মণিকুট্টিম সদৃশ চিত্তে অপার্থিব বিমল সুখের স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকমালা সর্ব্বদা দেদীপ্যমান থাকে, সুতরাং পার্থিব

ভোগসুখ-খদ্যোতিকা তথায় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। শান্তনুতনয় মহাত্মা ভীষ্মদেব ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি সুপ্রসিদ্ধ রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সুবিশাল সমৃদ্ধিশালী পিতৃরাজ্য এবং রাজসিংহাসনের তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকারী; এতাদৃশ প্রলোভনের উপকরণ পরিত্যাগ করা হৃদয়ের সামান্য বলের পরিচয় নহে। মহামনা ভীষ্মদেব পিতৃসন্তোষার্থে তদীয় চরণে সাংসারিক সমুদায় ভোগবাসনা চিরদিনের জন্য উৎসর্গ করিয়া, সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তদীয় নামোচ্চারণে অদ্যাপি লোকে বিস্ময় রসে আপ্লুত হইয়া থাকে। রাজর্ষি জনক প্রভৃত রাজ্যসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়াও পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় ভোগবাসনায় নির্লিপ্ত ছিলেন। সর্ব্ববিধ বাসনার উপর তাঁহার সর্ব্বতোমুখ আধিপত্য ছিল। সংযমশীল জনক ক্রোধাদি রিপু সমূহের উপর স্বীয় কর্ত্তৃত্ব বিস্তার করিয়া, রাজর্ষিবর্গের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বরণীয় হইয়াছিলেন।

চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যযাতি স্বীয় পুত্র পুরুকে উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছিলেন,—"যেমন হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলে, উহা নির্ব্বাপিত না হইয়া, বরং প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কখন কামনা নিবৃত্তি হয় না; বরং

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু এক ব্যক্তির উপভুক্ত হইলেও, তাহাতে তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হয় না। অতএব ভোগতৃষ্ণা সংযত করাই বিহিত। যে তৃষ্ণা বার্দ্ধক্যেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এবং যাহা প্রাণ বিনাশক রোগ স্বরূপ, সেই তৃষ্ণা পরিত্যাগ ভিন্ন সুখী হইবার আর উপায় নাই। আমি বহুবর্ষ বিষয়াসক্ত ছিলাম, তথাপি আমার বিষয়-তৃষ্ণা দিন দিন প্রবল হইতেছে, অতএব এক্ষণে আমি চিত্ত সংযত করিয়া, পরমেশ্বরের ধ্যানে জীবন অতিবাহিত করিব।"

যে জাতি বা যে সমাজ মধ্যে এই সংযমের প্রভাব বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সে জাতি বা সমাজ দিন দিন অধোগমন করিয়া থাকে। অসংযত চিত্ত দুর্য্যোধনের দুরাশায় কুরুকুলের পরিণাম যে কি শোচনীয় অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিল, মহাভারতে তাহা জলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

যাদবগণ প্রাচীন ভারতে অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের যশঃপ্রভা দিগন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। কিন্তু যে দিন হইতে তাঁহারা চিত্তসংযমে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহাদের অবনতির সূত্রপাত হইল। ক্রমশঃ দুর্নীতি, অযথা ভোগসুখাসক্তি তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া, তাঁহা-

দিগকে পাপপথে আকৃষ্ট করিল। অবশেষে তাঁহারা এতাদৃশ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন যে, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য উপদেশাবলী উষরক্ষেত্র-নিক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় তাঁহাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুর মাত্র উৎপাদন করিতে পারিল না। আত্ম-সংযমের অভাবে দুর্দ্দম রিপুকুল তাঁহাদিগকে এরূপ আয়ত্তীকৃত করিয়াছিল যে, পরিণামে তাঁহারা ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মকলহে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যদুবংশ সমূলে নির্ম্মূল-প্রায় হইল।

উৎপথগামী মনের ন্যায় শত্রু আর নাই। যাঁহারা স্বীয় প্রবল পরাক্রান্ত ইন্দ্রিয়রূপ মহাশত্রুগণের প্ররোচনায় বাহ্য জগতের উপর জয়লাভ করিয়া, আপনাদিগকে দিগ্বিজয়ী মনে করেন, তাঁহারা আত্ম বঞ্চিত হইয়া থাকেন। কারণ তাহাদের উপর ইন্দ্রিয়গণ প্রভুতা স্থাপন করিয়া, যথেচ্ছাচরণ করিতেছে, সুতরাং তাঁহারা বিজয়ী বলিয়া পরিচয় দিবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। যাঁহারা ইন্দ্রিয়জিৎ, তাঁহারাই প্রকৃত বিজয়ী; কেহই তাঁহাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। এতাদৃশ মহাত্মারাই তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী। অজিতে-ন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ আপনাদের যত অনিষ্ট করিয়া থাকেন, অন্যে তত করিতে সমর্থ হয় না। ফলতঃ উৎপথগামী মনের

ন্যায় শত্রু আর নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে উৎপথগামী মনকে বশীভূত করিতে যত্নবান হইবে। প্রলোভনের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, চিত্তের সংযম রক্ষা করিবে। চিত্তবিকারজনক দ্রব্য সম্ভার দর্শন অথবা লাভ করিয়া, যিনি তাহাতে আসক্ত না হন, তিনিই জিতেন্দ্রিয়। তাঁহার বিজয়-পতাকা সর্ব্বত্র উড্ডীন হইয়া থাকে। সংসার-সংগ্রামে বিজয়-লক্ষ্মী তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। প্রিয় বস্তুর বিয়োগ কিংবা অপ্রিয় বস্তুর সংযোগ কিছুতেই তিনি ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হন না; হিমাচল যেমন স্বীয় উন্নত মস্তক কাহারও নিকট অবনত করে না, সেইরূপ তিনিও কোন প্রকার প্রলোভনের নিকট স্বীয় উন্নত মন নত করেন না।

বাল্যকাল হইতে আত্মসংযম অভ্যাস করিতে হয়। আপাতনীরস হইলেও আত্মসংযমের পরিণাম ফল অতি মধুর। সে মধুরাস্বাদ একবার উপভোগ করিলে, চিত্ত-ক্ষেত্রে যে অনির্ব্বচনীয় সুখের সঞ্চার হয়, অসংযতচিত্ত ব্যক্তি স্বপ্নেও সে অনুভাস্বাদনে সমর্থ হয় না। অসংযত অন্তঃকরণে নিয়ত আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা এবং অসন্তোষ বিচরণ করিয়া থাকে। নিরঙ্কুশ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সে হৃদয় অত্যন্ত ভয়াবহ। এজন্য পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন,—"অসংযতচিত্ত ব্যক্তির

প্রসাদও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।" কারণ যাহার বাক্য কিংবা কার্য্যে দৃঢ়তা নাই, হৃদয়ে বল নাই, সে প্রকৃত মানব নামেরই যোগ্য নহে। তাহার জীবন ধারণ বিড়ম্বনা স্বরূপ। ফলতঃ তুমি যদি সার্থকজন্মা হইতে সংকল্প কর, তবে সর্ব্বাগ্রে স্বীয় হৃদয় সংযত করিতে অভ্যাস কর।

নীতিশাস্ত্র বিশারদ মনীষিগণ শারীরিক বল অপেক্ষা হৃদয়ের শক্তিকে প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। নানা কৌশল এবং নানাবিধ যন্ত্রের নিকট শারীরিক বল অনেক সময় পরাজিত হইয়া থাকে, কিন্তু মানসিক শক্তির পরাক্রমের সীমা নাই। মানব এই সর্ব্ববিজয়িনী শক্তি দ্বারা সংসার সংগ্রামে বিজয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে এই মহাশক্তির মহাপূজায় চিত্ত সমর্পণ করিতে হয়। চিত্তের সংযম সাধন কর, সর্ব্বত্রই তোমার বিজয়-ভেরী নিনাদিত হইতে থাকিবে। তোমার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইবে। তুমি মনুষ্যত্বরূপ অমূল্য রত্ন লাভে সমর্থ হইবে।

ন্যায়পরতা।

সংসারে সর্ব্বত্রই ন্যায়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ন্যায় দুর্ব্বলের বল এবং প্রবলের নিয়ন্তা। ধন জন সহায় সম্পত্তি বিহীন দরিদ্র ব্যক্তিও ন্যায়বলে বলীয়ান্ হইলে, সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা লাভ করিতে পারে। পক্ষান্তরে প্রবল প্রতাপসম্পন্ন ধরাধিপতিও ন্যায়বিহীন হইলে, তদীয় প্রভাব ক্রমশঃ অস্তমিত হইয়া যায়।

সকল দেশের নীতিবেত্তা পণ্ডিতগণ ন্যায়ের পক্ষপাতী। পৃথিবীতে যাহাতে ন্যায়ের মর্য্যাদাবৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য তাঁহারা ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়া থাকেন। পারস্যদেশীয় নীতিশাস্ত্র-বিশারদ খ্যাতনামা সুকবি সেখ সাদি তাঁহার বিরচিত গোলেস্তান্ নামক পুস্তকে ন্যায়পরতা সম্বন্ধে একটি হিতোপদেশপূর্ণ

গল্প রচনা করিয়া গিয়াছেন। কোন সময়ে নৌশেরবান নামক নরপতি মৃগয়া উপলক্ষে ঘোর অরণ্য মধ্যে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ শিবিরস্থিত লবণ নিঃশেষিত হওয়ায় সূপকার, নরপতি-গোচরে বিনীত-ভাবে তাহা নিবেদন করিলে, ভূপাল ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন,—"তোমরা নিকটবর্ত্তী জনপদ হইতে ন্যায্য মূল্য প্রদান পূর্ব্বক লবণ আনয়ন কর।" ভৃত্যগণ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল,—"মহারাজ! লবণ অতি সামান্য দ্রব্য, সেই যৎসামান্য দ্রব্যের ন্যায্য মূল্য প্রদান না করিয়া চাহিয়া লইলে কি অনিষ্টোৎপন্ন হইবে?" নরপতি উত্তর করিলেন,—"সংসারে অপকর্ম্ম মাত্রই এইরূপে অল্পে অল্পে আরব্ধ হইয়া, ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নূতন নূতন দোষ কাল সহকারে বদ্ধমূল হইয়া, অবশেষে বিষবৃক্ষরূপে পরিণত হয়। প্রভূত ক্ষমতাশালী রাজা যদি স্বয়ং কাহারও উদ্যানস্থ পাদপশাখা হইতে অন্যায়রূপে একটি মাত্র ফল গ্রহণ করেন, তবে তদীয় ভৃত্যবর্গ সেই বৃক্ষবাটিকা অচিরাৎ ফলশূন্য করিয়া ফেলে। ন্যায়পথভ্রষ্ট দুর্জ্জন ব্যক্তি চিরদিন এ পৃথিবীতে অবস্থিতি করে না বটে, কিন্তু তাহার কুকার্য্যজাত অকীর্ত্তি দিগ্দিগন্তব্যাপিনী ও চিরস্থায়িনী হইয়া থাকে।"

কর্ত্তব্যপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ মহাপুরুষেরা কখনও ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না। তাঁহারা নির্ভীক বীরপুরুষের ন্যায় সংসার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন এবং ন্যায়দণ্ড বলে বিজয় লাভ করিয়া থাকেন। মায়া মমতা, সুখৈশ্বর্য্য, পদমর্য্যাদা প্রভৃতি পদদলিত তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া, তাঁহারা সর্ব্বত্র সত্যের মহিমা, ন্যায়ের মহিমা এবং ধর্ম্মের মহিমা ঘোষণা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কদাচ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, ন্যায়ানুমোদিত পথ পরিত্যাগ করেন না। ইহাঁরা সত্যের মহিমা প্রচারে, ন্যায়ের মর্য্যাদা সংরক্ষণে এবং সনাতন কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন না। পূর্ব্বকালে সত্যধর্ম্মপরায়ণ, দৈত্যকুলভূষণ, ন্যায়বান্ প্রহ্লাদ রাজাসনে সমাসীন হইয়া, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রকৃতিপুঞ্জ পালন করিতে ছিলেন, সেই সময় একদা তদীয় প্রাণপ্রিয়তর পুত্র কিশোর-বয়স্ক বিরোচন, কোন এক সমবয়স্ক ব্রাহ্মণ-তনয়ের সহিত ক্রীড়া ছলে তর্ক করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—"এ সংসার মধ্যে নরপতিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" দ্বিজপুত্র উত্তর করিলেন,—"সংসার মধ্যে জ্ঞানবলে বলীয়ান্ দ্বিজই গরিষ্ঠ, কারণ তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা, রাজগণের নিয়ন্তা, সংযম-পরায়ণ, বিশ্বহিতাভিলাষী, অথচ নিরীহ, এবং লোভ-পরিবর্জ্জিত, সুতরাং অসাধারণ গুণে পরিশোভিত।"

দ্বিজপুত্রের বাক্যাবসানে রাজকুমার বিরোচন বলেন,—"যদি নরপতি ন্যায়ানুসারে রাজ্যপালন না করিতেন, তাহা হইলে, দুর্জ্জনগণের প্রভাব বৃদ্ধি হইয়া, সমাজ বিপর্য্যস্ত হইত। দ্বিজগণ অসাধারণ গুণ-পরিশোভিত হইলেও, তাঁহাদের দ্বারা ইহার প্রতীকার কদাচ সম্পাদিত হইত না।" এইরূপে উত্তরোত্তর বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে করিতে অবশেষে ব্রাহ্মণ-কুমার বলিলেন,—"আর অধিক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন কি? তোমার পিতা পরম ধার্ম্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ, অতএব তৎসমীপে গমন করিয়া এবিষয়ের মীমাংসা করি; যিনি বিচারে পরাজিত হইবেন, তাঁহার জীবন পণ থাকিল।" এইরূপ বিবাদপরায়ণ কুমারদ্বয় নরপতিগোচরে উপস্থিত হইয়া, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। বিষম পণের কথা শ্রবণ করিয়া, প্রহ্লাদের সর্ব্বশরীর বিকম্পিত হইয়া উঠিল; তখন তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বীয় প্রাণপ্রিয় পুত্রের জীবন উপেক্ষা করিয়া বলিলেন,—"বৎস! দ্বিজগণই শ্রেষ্ঠ, কেন না বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্মই ধরাধামে একমাত্র শ্রেষ্ঠ এবং সেই সকল গুণে ভূষিত হইয়া, দ্বিজগণ রাজন্য-বর্গের পূজনীয়; তোমার জীবন এখন এই ব্রাহ্মণকুমারের অধীন, তিনি ইচ্ছা করিলে তোমার জীবন বিনাশ করিতে

পারেন।" দ্বিজপুত্র প্রাতঃস্মরণীয় পরম ন্যায়বান্ পুণ্যশ্লোক প্রহ্লাদের ন্যায়গর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"মহাত্মন্! আপনার পুত্র দীর্ঘজীবী হউন; ইনি আপনার ন্যায় সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ধর্ম্ম এবং ন্যায়ানুসারে রাজ্যপালন করুন। আপনার এই ন্যায়পরতা গুণের তুলনা নাই।" বাস্তবিক যে মহাত্মা ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার্থ স্বীয় পুত্রের জীবনেও উপেক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার ন্যায় নর-দেবতা আর কে আছে?

ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিলে, অনেক সময় আমাদিগকে পদে পদে বিপদের সহিত আলিঙ্গন করিতে হয়। খরস্রোতঃশালিনী স্রোতস্বতীর তীরস্থিত সৌধরাজির ন্যায় অন্যায় পথানুসারী ব্যক্তির পতন অবশ্যম্ভাবী। কখন কখন একের অন্যায়াচরণে তৎসহ সহস্র সহস্র ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি রাজাধিরাজ দুর্য্যোধন পার্থিব সমুদায় সুখের অধিকারী হইয়াও, একমাত্র অন্যায় পথাবলম্বনে কিরূপ শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহা ভারতবাসীর অবিদিত নাই। তিনি ন্যায়মার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইলে, দেশ মধ্যে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত হইল। ন্যায়ের মর্য্যাদা সংরক্ষণে শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ

যাদবগণ এবং অন্যান্য ভূপালবৃন্দ পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বন করিলেন। ন্যায়ের অধিকার সংস্থাপন জন্য সমরানল প্রজ্বলিত হইল; ন্যায়ের পক্ষ সমর্থনার্থ অনেকে ধন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া, দুর্য্যোধনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। অবশেষে দুর্য্যোধন সবান্ধবে নিহত হইলেন। তৎসহ অন্যায়পক্ষ সমর্থনকারী রাজগণ লক্ষ লক্ষ সেনা সহ মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন। লঙ্কাধিপতি দুর্দ্দান্ত দশানন দেববাঞ্ছিত সৌভাগ্য লাভ করিয়াও, একমাত্র অন্যায় পথের অনুসরণ করায় অজেয় রাক্ষসকুল নির্ম্মূলপ্রায় হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বের পতনের কারণানুসন্ধান করিলে, পরিলক্ষিত হইয়া থাকে যে, আকবরশাহ প্রভৃতি যে সকল মুসলমান ভূপতি ভারতবর্ষে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কে মনে করিয়াছিল, এক সময়ে যাঁহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের বংশধরগণ ঘোরতর অত্যাচারী হইয়া, ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত পূর্ব্বক সাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং এই বিশাল রাজ্য তাঁহাদের হস্ত হইতে বৃটিস্‌সিংহের করতলগত হইবে।

ন্যায়ের একটি ধর্ম্ম এই যে ইহা অত্যাচারগ্রস্ত দুর্ব্বল জন-

গণের হিতার্থে এমন এক শক্তির অবতারণ করে যে, তৎসমক্ষে কেহ দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হয় না। দুর্ব্বলের নীরব অশ্রু, অত্যাচারগ্রস্ত ব্যক্তির মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘশ্বাস, ন্যায়পরায়ণ বিশ্বপ্রেমিক সাধুগণের কোমল হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলে। এক অঙ্গ আঘাত প্রাপ্ত হইলে, যেমন শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও বেদনা অনুভূত হয়, সেইরূপ কোন জাতির বা কোন মানব সন্তানের প্রতি ন্যায়বিরুদ্ধ কোন প্রকার অত্যাচার সংঘটিত হইলে, অমনি তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তাঁহারা আর স্থির থাকিতে সমর্থ হন না। প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া, তদ্বিমোচনে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন। বহুবর্ষ পূর্ব্বে আমেরিকার দাসগণের প্রতি অতি নৃশংস, অতি ঘৃণিত এবং অতি মর্ম্মান্তিক পৈশাচিক ব্যবহার অনুষ্ঠিত হইত। গৃহপালিত পশ্বাদির জীবনাপেক্ষাও তাহাদিগের জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করা হইত। তথায় নিত্য কত জীবন অত্যাচরিত, প্রহৃত এবং বিনষ্ট হইত, তাহা স্মরণ করিলে সর্ব্বশরীর কম্পিত হয়, হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। এমন কি অত্যাচারকারীদিগকে মনুষ্য বলিতে ইচ্ছা হয় না। মানুষ যে মানুষের প্রতি এতদূর নিষ্ঠুরতা করিতে পারে, তাহা বিশ্বাস করিতেই ইচ্ছা হয় না। পৃথিবীতে চিরদিন অন্যায়ের প্রভুত্ব তিষ্ঠিতে পারে

না। আজই হউক, কালই হউক,—দশ দিন পরেই হউক, অন্যায়ের দর্প চূর্ণ হইবেই হইবে। ইহাই ন্যায়বান্ বিধাতার বিধান।”

দাসত্ব প্রথার পাশব অত্যাচার কাহিনী ক্রমে ক্রমে ন্যায়বান্ মহাপুরুষদিগের কর্ণগোচর হইতে আরম্ভ হইল। যোগাকর্ষণে আকৃষ্ট পরমাণুসমষ্টির ন্যায় বিশ্বপ্রেমিক পুণ্যাত্মা-দিগের প্রাণের মিলনে এক অত্যদ্ভুত মহাশক্তি সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। সে বিশ্ববিজয়ী শক্তির গতি রোধ করা কাহার সাধ্য? কোথায় আমেরিকা—আর কোথায় বা ক্ষুদ্র ইংলণ্ড দ্বীপ? সুবিস্তৃত ভীষণ তরঙ্গাকুলিত আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের ব্যবধানও বাধা জন্মাইতে সমর্থ হইল না। ন্যায়ের পবিত্র রাজ্য স্থাপন জন্য বিবিধ উপায় অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। অনেক বাদানুবাদ, অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক অন্তরায় মস্তকোত্তোলন করিল, কিন্তু ঘোর স্রোতে নিক্ষিপ্ত তৃণগুচ্ছের ন্যায় তৎসমুদয় কোথায় ভাসিয়া গেল; অবশেষে ন্যায়ের পূতরাজ্য সংস্থাপিত হইল; আমেরিকা হইতে অতি ঘৃণিত দাস ব্যবসায় প্রথা তিরোহিত হইল। মনুষ্য জীবনের গৌরব অব্যাহত রহিল। এইরূপে সর্ব্বত্রই ন্যায়ের জয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ন্যায়পথ হইতে অনুমাত্র বিচলিত হইলেই চরিত্র কলঙ্কিত হয়। অন্যান্য প্রভূত গুণরাশিও সে কলঙ্কিত চরিত্রের মালিন্য দূর করিতে পারে না। ধর্ম্মপ্রাণ পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির অলৌকিক গুণরাজিসম্পন্ন হইয়াও সমরাঙ্গণে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া, ন্যায়ের মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ঐ ন্যায়বিগর্হিত কার্য্য তদীয় অমল স্ফাটিকধবল চরিত্রে ঘোরতর কলঙ্ককালিমা অর্পণ করিয়াছে। ঐ অসাধুজনোচিত ব্যবহারে যুধিষ্ঠিরের যুধিষ্ঠিরত্ব বিনষ্ট হইয়াছিল। চরিত্র কলঙ্কিত হইলে, ক্রমশঃ অসত্যের আশ্রয়গ্রহণে লোকনেত্রে ধূলি প্রদান পূর্ব্বক নানাবিধ কপটতা জাল বিস্তারে স্বীয় কলঙ্ক আচ্ছাদিত রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপে ক্রমশঃ আমরা চরিত্র ও ধর্ম্মধনে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে মনুষ্য নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িতে পারি। ফলতঃ ন্যায়পরতা মনুষ্যত্ব রক্ষার একটি প্রধান উপাদান। ইহা যেন প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়পটে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকে।

অধ্যবসায়।

থিবীতে যে সকল মহাপুরুষ অলৌকিক কার্য্যকলাপ দ্বারা স্ব স্ব নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনচরিত পাঠ করিয়া তদনুসারে চলিলে, মনুষত্ব লাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক উচ্চ আদর্শের অনুকরণ না করিলে, মানবের মহত্ত্ব শিক্ষা কিংবা চরিত্র রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। মনুষ্যসমাজ ক্রমে ক্রমে গঠিত, পরিপুষ্ট এবং উন্নত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সমাজে সময় সময় এক এক জন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহার অসাধারণ কার্য্যপরম্পরা সমাজকে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। অনেকের বিশ্বাস, ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ নেপোলিয়ান ফ্রান্সে আবি-

ভূর্ত না হইলে, ইয়ুরোপের উন্নতি-স্রোত এক শত বৎসর পিছাইয়া পড়িত। ভারতের গৌরব-রবি মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য জন্মপরিগ্রহ না করিলে হিন্দুধর্ম্ম যারপর নাই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত। পণ্ডিতবর ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ না করিলে, বাঙ্গালা ভাষা এত শীঘ্র শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইত না। এইরূপ এক একটি প্রতিভাশালী মহাপুরুষের আবির্ভাবে সংসারের যে কতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য।

কি ধর্ম্মজগতে, কি বিজ্ঞানজগতে, কি রাজনৈতিক জগতে, প্রতিভাশালী মহাপুরুষেরা সর্ব্বত্র অসাধারণ কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং আত্মোৎসর্গ না করিলে, পৃথিবীর বর্ত্তমান শোভা-সমৃদ্ধি আকর-গর্ভস্থ মণির ন্যায় লুক্কায়িত থাকিত। এই যে আমরা বাষ্পীয় রথে আরোহণ করিয়া, অল্প সময়ের মধ্যে দূরবর্ত্তী স্থানে গমনাগমন করিতেছি, দূরবর্ত্তী দেশ সকল নিকটবর্ত্তী জ্ঞান করিয়া, পরম সুখে ভিন্ন ভিন্ন দেশের অধিবাসিবর্গের সহিত নানা সূত্রে আত্মীয়তা স্থাপন করিতে সমর্থ হইতেছি, প্রতিভাশালী মহাত্মা জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন আবির্ভূত না হইলে, আমরা কখনই সে সুখের অধিকারী হইতে সমর্থ হইতাম না। প্রভূত পরিশ্রম, গুরুতর অধ্যবসায় এবং

METCALFE PRESS

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

গভীর গবেষণায় তিনি অন্যূন পঞ্চদশ বর্ষকাল সাধনা দ্বারা বাষ্পীয় রথ নির্ম্মাণের কৌশল উদ্ভাবন করেন। এই মহাপুরুষের আবিষ্কৃত বাষ্পীয় শকট দ্বারা বর্ত্তমান যুগের যে অভিনব উন্নতি বিধান করিতেছে, তাহা কে না হৃদয়ঙ্গম করিতেছে?

অগাধ সমুদ্রে, তরঙ্গাকুলিত নদীবক্ষে যে বাষ্পীয় পোত বীরদর্পে পরিচালিত হইতেছে, যাহার আশ্রয়ে পৃথিবীতে এক অত্যদ্ভুত উন্নতির অভিনব রাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইতেছে, সেই বাষ্পীয় পোতের উদ্ভাবনকর্ত্তা অনন্যসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন অধ্যবসায়শীল মহাত্মা রবার্ট ফুলটন। ইনি পৃথিবীর মঙ্গল সাধন মানসে কতই ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন! বাষ্পীয় শকটের ন্যায় বাষ্পীয় পোত পরিচালন দ্বারা জলপথের সুগমতা সাধনোদ্দেশে এই মহাত্মা কি কঠোর ব্রত সাধন করিয়াছিলেন। দরিদ্র-সন্তান ফুলটন অষ্টাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বাষ্পীয় পোত উদ্ভাবনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। প্রভূত ব্যয়সাধ্য এই প্রকাণ্ড ব্যাপার সুসিদ্ধ করিবার মানসে তিনি ত্রয়োদশ বর্ষকাল ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজসদন এবং অন্যান্য স্থানে যাতায়াত করিয়াছিলেন, কিন্তু কুত্রাপি উৎসাহের সুমিষ্ট বাণী তদীয় কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। অবশেষে জননী-স্বরূপা জন্মভূমি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ গমন পূর্ব্বক স্বীয় সংকল্প সাধনে দীক্ষিত হইলেন।

"অধ্যবসায়ে সফলতা" এই দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, জগতের হিতৈষী অসহায় ফুলটন স্বীয় মস্তিষ্ক পরিচালনার ফলস্বরূপ বাষ্পীয় পোত নির্ম্মাণ পূর্ব্বক স্বয়ং তদুপরি আরোহণ করিয়া, সাধনার জয়পতাকা উড়াইয়া, নিউইয়র্ক নগর হইতে আল্‌বানি নামক স্থানে উপনীত হইয়াছিলেন। ধন্য অধ্যবসায়ের সাধনা!

অধ্যবসায় প্রভাবে মানবগণ কি অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত ইতিহাসের বক্ষঃস্থলে অবিনশ্বর স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। যে তাড়িতের আবিষ্কার দ্বারা জগতে মহোপকার সাধিত হইয়াছে, সেই তাড়িতের তত্ত্ব যে দরিদ্র মানবের মস্তিষ্ক পরিচালন দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার জীবন চরিত পর্য্যালোচনা করিলে, স্তম্ভিত হইতে হয়। মহাত্মা ফ্রাঙ্কলিন দুঃখের অতি কঠোর নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, সংসার মধ্যে স্বীয় মস্তক উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁনি প্রথম বয়সে উদারান্ন সংস্থান জন্য মুদ্রাযন্ত্রালয়ের একটি সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। ফ্রাঙ্কলিন যদি সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া, স্বীয় অসাধারণ অধ্যবসায় ও প্রতিভার আরাধনা না করিতেন, তবে তাঁহার নাম সংসার মধ্যে এত পূজিত ও গৌরবান্বিত হইত না। ফ্রাঙ্কলিন অদম্য উৎসাহ ও কঠোর পরিশ্রম প্রভাবে

তাড়িতের আবিষ্কার দ্বারা পৃথিবীর যে কিরূপ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

সুদূর আমেরিকায় যে দীন হীন বালক দুঃসহ জঠরানলে দগ্ধ হইয়া, রেলওয়ের ষ্টেশনে ফল ও সংবাদ পত্র বিক্রয় করিয়া বেড়াইত, যাহার মস্তক রাখিবার আশ্রয় স্থান পর্য্যন্ত ছিল না, কে মনে করিয়াছিল, সেই অসহায় দরিদ্র সন্তান এডিসন নানাবিধ তাড়িত যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া, সভ্য জগতে সম্পূজিত ও গৌরবের উচ্চ আসন সুশোভিত করিবেন? এডিসন বয়োবৃদ্ধি সহকারে বিদ্যা ও জ্ঞানের যে মহাপূজায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এক মুহূর্ত্তের জন্য সে পূজা হইতে বিরত হন নাই। অধ্যবসায় ফলে মানব যে কি পরিমাণে স্বীয় এবং জগতের কল্যাণ সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়, মহাত্মা এডিসন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আলস্যপরায়ণ নিশ্চেষ্ট মানব, তুমি একবার এডিসনের কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, মহাশিক্ষা লাভ হইবে।

পৃথিবীতে প্রায় দেখা যায়, দরিদ্র সন্তানেরাই পরিশ্রম, চেষ্টা, অধ্যবসায় এবং প্রতিভাবলে সকল বিষয়েই বিজয় লাভ করিয়া থাকেন। কাষ্ঠের সংঘর্ষণে যেরূপ অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইরূপ পরিশ্রম ও একাগ্রতার সংঘর্ষণে নানাপ্রকার কল্যাণের জ্যোতিঃ

প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাহার হৃদয়-কন্দরে উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রধূমিত হইতে থাকে, এ সংসার কিছুতেই তাহা কি নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হয়? মহাসমুদ্রের সমুদায় জলরাশি সেচন করিলেও তাহা নির্ব্বাপিত হয় না। ঐ দেখ, ডুবাল প্রান্তর-মধ্যে গো মেষ পরিচারণ করিতে করিতে বিদ্যা-দেবীর আরাধনা করিতেছেন; বৃক্ষগাত্রে মানচিত্র লম্বিত করিয়া, পৃথিবীস্থ দেশ, নগর, দ্বীপ প্রভৃতির নানা তত্ব অবগত হই-তেছেন; রাখাল বালকের এই অবস্থা সন্দর্শন করিয়া, কে কল্পনা করিয়াছিল, এই দুঃস্থ বালক উত্তরকালে অসাধারণ জ্ঞানি-গণের পার্শ্বে স্বীয় আসন সংস্থাপিত করিবেন? ঐ যে কৃষক বালক উইলিয়ম রস্কো স্বহস্তে হল চালন করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছেন, এবং ক্ষেত্রস্থ ফল মূল মস্তকে লইয়া, গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে বিক্রয় স্থানে গমন করিতেছেন; রস্কোর এই হীনাবস্থা অবলোকন করিয়া, কে মনে করিয়াছিল, এই দরিদ্র কৃষক সন্তান স্বীয় অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং প্রতিভাপ্রভাবে রসায়নশাস্ত্রের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়া, সংসারে অমর হইয়া রহিবেন?

কি স্বদেশ কি বিদেশ যেখানেই দৃষ্টিপাত করিবে,সেই স্থানেই মহাপুরুষদিগের জীবনের আদর্শ তোমার নয়ন পথে উপনীত হইয়া, জলদগম্ভীর স্বরে উপদেশ প্রদান করিবে,—"মানব, তুমি

যে দুর্লভ জীবন লাভ করিয়াছ, সেই জীবনের শক্তি অপরিসীম-সেই জীবন দ্বারা সম্পাদিত হইতে না পারে এরূপ কার্য্য সংসারে কি আছে? দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং কঠোর সাধনা দ্বারা তুমি সকলই করায়ত্ত করিতে পার। তোমার শক্তিকে সামান্য জ্ঞান মনে করিও না, তোমার জীবনকে তুচ্ছ পদার্থ বোধ করিও না। তোমার এই ক্ষুদ্র জীবনে মহৎ কার্য্য সাধনের উপকরণ বিদ্যমান্ রহিয়াছে। বিন্দু বিন্দু জলে সিন্ধু উৎপন্ন হইয়াছে; সামান্য জলকণার সংযোগে গগনব্যাপী মেঘমালা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই-রূপ তোমার জীবনের কার্য্যাবলীর সংযোগে মহাব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হও; উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য রাখিয়া সাধনায় দীক্ষিত হও; জীবনের অমৃতময় ফল লাভে সমর্থ হইবে।

এইরূপ নানা প্রতিভাশালী কার্য্যবীরগণ সংসারক্ষেত্রে পদাঙ্ক স্থাপন পূর্ব্বক অমূল্য কীর্ত্তিকলাপে ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র সুশোভিত করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। পিতামাতা যেমন শিশু সন্তানের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রথমে পাদচালনা শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাপুরুষগণ আদর্শরূপে লক্ষ লক্ষ অক্ষম পুরুষের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়া, শিক্ষাপ্রভাবে তাহাদিগকে মনুষ্যত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। এই আদর্শই মানব জীবনের সর্ব্ব প্রধান সহায়। যে

ভাগ্যবান্ পুরুষ এই আদর্শ অবলম্বন করিয়া, জীবন পরিচালিত করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনিই সার্থকজন্মা। তিনি দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় সংসারারণ্যে অনর্থক ভ্রমণ করেন না, তাঁহার লক্ষ্য কখনই ভ্রষ্ট হয় না।

সত্য।

"সত্যং ব্রহ্ম তপঃ সত্যং সত্যং বিসৃজতে প্রজাঃ।
সত্যেন ধার্য্যতে লোকঃ স্বর্গং সত্যেন গচ্ছতি ॥"

সকল দেশের নীতিবেত্তারা সত্যের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সত্য সকল নীতির সার ভিত্তি স্বরূপ। সত্যপালন মহাধর্ম্ম। বাল্যকাল হইতেই এই পরমধর্ম্ম পালন করিতে যত্নবান্ হওয়া বিধেয়। সত্য পালন করিতে হইলে, যদি সর্ব্বস্বান্ত হইতেও হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি সত্যপথ হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে।

সত্যের মহিমা বর্ণনা করা যায় না। সত্যের শক্তি অসীম। যাহা সত্য তাহাই নিত্য। সত্য সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ধর্ম্ম-শাস্ত্র বল, সাহিত্য বল, বিজ্ঞান বল, জ্যোতিষ

বল, সর্ব্বত্রই সত্যের মহিমা বিঘোষিত হইতেছে। সত্যের অপলাপ করা কাহার সাধ্য? মেঘাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলে কতক্ষণ প্রভাকরের প্রভা অদৃশ্য থাকিতে পারে? হুতাশন কতক্ষণ তৃণরাশিতে আচ্ছাদিত থাকে? যাহা সত্য তাহাই নিত্য, তাহাই স্বপ্রকাশ। যুগে যুগে সত্যের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সকল জাতির মধ্যে সত্যবাক্যের প্রশংসা জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। সাহিত্য-ভাণ্ডারে সত্যরূপ মহারত্ন কত যত্নসহকারে আদৃত হইতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের প্রাণরূপে সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফলতঃ যেখানে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিকাশ, সেইখানেই সত্যের পবিত্র সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কোন প্রকার প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া, সত্যপথ হইতে বিমুখ হওয়া মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। সত্যপালনই মনুষ্যত্বের পরিচয়। যে আত্মসুখেচ্ছায় মানবকুল অহরহঃ বিব্রত, যে পদমর্য্যাদা লাভের জন্য মানবসন্তান কত তপস্যা করিয়া থাকে, সত্যনিষ্ঠ প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণ সত্যের মর্য্যাদা রক্ষণে চির জীবনের নিমিত্ত সে সুখাসক্তির মস্তক পদদলিত করিয়া, সত্যপালনের বিজয়-কেতন উড্ডীয়মান্ করিয়া গিয়াছেন! তাঁহারা সত্যপালন দ্বারা স্ব স্ব যশোমন্দির যেরূপ

দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্ববিধ্বংশকারী কাল তাহার কণামাত্র ধ্বংশ করিতে সমর্থ হয় নাই। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী ও রঘুপতি রামচন্দ্রের অযোধ্যাপুরী কোথায় গিয়াছে! এবং সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় অমিততেজা ভূপালগণ কোথায় প্রবল কাল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন! কিন্তু সত্যযুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত সত্য, সত্যরূপেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। সত্যের আদর সর্ব্বকালে সর্ব্বত্র সমভাবে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহার হৃদয় সত্যের লীলাভূমি, যাঁহার রসনা সত্যরূপ অমৃত আস্বাদ করিয়া থাকে, সেই মহাপুরুষই ধন্য!

সত্য বিশ্বাসের জন্মদাতা; অর্থাৎ সত্য হইতেই বিশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্বাস সমাজের শ্বাস বায়ু। মনুষ্য সমাজে যদি পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপিত না হইত, তবে বর্ত্তমান যুগ সভ্যতার সুবিমল শশধর প্রভায় আলোকিত না হইয়া ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন অমানিশার ন্যায় অসভ্যতা তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইত। আজ যে ইয়ুরোপ, আসিয়া এবং আমেরিকা বাণিজ্য দ্বারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেছে, ইহার মূলে দৃষ্টিপাত কর, সত্যের পবিত্র মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। এই যে ইংরাজগণ অন্যদেশ বাসী, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী এবং অন্য জাতীয় হইয়াও আমাদিগের ধন-সম্পত্তি প্রভৃতির সহিত আপনাদের

ব্যবসায়বুদ্ধি একসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, পরস্পরের সুযোগ সুবিধার দ্বার উদ্ঘাটন করিতেছেন। আমাদের ধন-সম্পত্তি আমরা গৃহে রাখিয়া, নিশ্চিন্ত হইতে পারি না, কিন্তু সেই ধনরাশি অনায়াসেই তাঁহাদের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া, নিরাপদ জ্ঞান করিতেছি, ইহার মূলে সত্য ও বিশ্বাসের সুমধুর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। চুম্বকে যেরূপ লৌহ আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেইরূপ সত্য ও বিশ্বাস মানব মাত্রকেই আকৃষ্ট করিয়া রাখে। মনুষ্য সমাজে যে পরিমাণে সত্যের আদর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে বিশ্বাস স্থাপিত হইয়া, উন্নতির স্রোত প্রসারিত করিবে। সমাজের উন্নতিসাধনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নতুবা পশ্বাদির ন্যায় আহার নিদ্রাদির পরতন্ত্র হইয়া, জীবন যাপন করা বিধাতার অভিপ্রেত নহে। মনুষ্য যেমন সর্ব্বপ্রকার জীবজন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ পদবীতে অধিষ্ঠিত, সেইরূপ মনুষ্যের দায়িত্বও অধিক। এই দায়িত্ব-বোধ আছে বলিয়াই মানব মানবনামের যোগ্য। মানবগণ সত্যরূপ পবিত্র গ্রন্থি দ্বারা যে সমাজ বন্ধন করিতে সমর্থ হন, সেই সমাজই অতি দৃঢ় হইয়া থাকে।

যুগে যুগে সত্যপালনের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। সত্য-পালন করিতে হইলে, হৃদয়ের দৃঢ়তা এবং চরিত্রের

বল থাকা প্রয়োজন। কোন প্রলোভন কিংবা সুখাসক্তিতে চিত্ত নিমগ্ন থাকিলে, সত্যপালন ঘটিয়া উঠে না। সত্য-পালন জন্য সময়ে সময়ে প্রভূত ত্যাগস্বীকার করিতে হয়। পরমসত্যপরায়ণ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সত্যের গৌরব রক্ষার্থ বিশাল রাজ্য, অতুল ধন-সম্পত্তি মুষ্টিমেয় তৃণগুচ্ছের ন্যায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশেষে পতিপ্রাণা পত্নী প্রাণপ্রতিম পুত্র এমন কি আত্মদেহ পর্য্যন্ত দাসরূপে বিক্রয় করিয়া, পুণ্যশ্লোক নামে চির-কালের নিমিত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অভ্রভেদী হিমাদ্রের ন্যায় গগনস্পর্শী কীর্ত্তি-শৈল অনন্তকাল পৃথিবীতলে বিরাজমান থাকিবে!

সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কখন সত্যের মর্য্যাদা নষ্ট করেন না। তাঁহারা জীবন অপেক্ষা সত্যকে অধিকতর প্রিয় মনে করিয়া থাকেন। ইতিহাসের বক্ষঃস্থলে শত শত সত্যনিষ্ঠ উদারচেতা মহাজনদিগের সত্যপালনের পবিত্রগাথা অবিনশ্বর স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে।

যত প্রকার পুণ্যানুষ্ঠান আছে, তন্মধ্যে সত্যপালনই সর্ব্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পরম জ্ঞানী পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব বলিতেন,— "সত্য পালন করিলে, অন্য কোন প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। সত্য পালনদ্বারা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রসন্নতা

লাভ করিতে পারা যায়।” এইরূপ পৃথিবীর সকল দেশের সকল মহাজনই সত্যপালনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সত্যবাদী মহাত্মারা পৃথিবীতে এরূপ কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান যে, কেহই তাহা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাদের বাক্যের দৃঢ়তা অত্যদ্ভুত। তাঁহাদের বাক্যে ও কার্য্যে কখনই অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না।

সত্য দ্বারা যে জীবন সংগঠিত হয়, তাহাই আদর্শ জীবন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সত্যপরায়ণ ব্যক্তি সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে অবিকৃত থাকেন। সত্য-পালন, সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণ, তাঁহার জীবনের গুরুতর কর্ত্তব্য ব্রত মধ্যে পরিগণিত। সত্যের পবিত্রালোকে যাঁহার অন্তঃকরণ আলোকিত, মিথ্যার গাঢ় অন্ধকার তথায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। এই অশেষ কল্যাণকর সত্যের মহিমা যতই প্রচারিত হইতেছে, ততই পৃথিবী এক অভিনব সখ্যবন্ধনে দৃঢ় হইতেছে। এক দেশের সহিত অন্য দেশের আত্মীয়তা সংস্থাপিত হইতেছে; ব্যবসায় বাণিজ্য দিন দিন উন্নতি পথে অগ্রসর হইতেছে এবং সমাজের অশেষবিধ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইতেছে।

যে সমাজে সত্যের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শিত হইয়া থাকে,

সে সমাজের জীবন নাই; তাহা সমাজ নামে অভিহিত হইবার উপযুক্ত নহে। সত্যই ধর্ম্মের আশ্রয়; সত্য ব্যতীত ধর্ম্ম ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে পারে না। মনীষিগণ ধর্ম্ম ও সত্যকে একই পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহারা ধর্ম্মের যে তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই এক তত্ত্ব অবধারণ করিয়াছেন; ধর্ম্মের যে উপাদান নিরূপণ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই সেই উপাদান নির্দ্দেশ করিয়াছেন; ধর্ম্মের যে যে লক্ষণ অবধারণ করিয়াছেন, সত্যেরও সেই সেই লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন; ফলতঃ তাঁহারা ধর্ম্মকে যে আকারে ও যে ভাবে দর্শন করিয়াছেন, সত্যকেও সেই আকারে এবং সেই ভাবে দেখিয়াছেন। ভগবান্ ব্যাসদেব মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম প্রকরণে বলিয়াছেন,—"সত্যই ব্রহ্ম, সত্যই তপ, সত্যই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি কর্ত্তা। সত্য দ্বারাই আত্মা, জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গলোকে নীত হয়। যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম্ম; যাহা ধর্ম্ম তাহাই প্রকাশ; যাহা প্রকাশ তাহাই স্বর্গ. এবং যাহা স্বর্গ তাহাই সুখ। যাহা অসত্য তাহাই অধর্ম্ম; যাহা অধর্ম্ম, তাহাই নরক এবং যাহা নরক, তাহাই দুঃখ। অতএব ধর্ম্ম ও সত্য—একাত্মা, অভিন্ন মঙ্গলময় পদার্থ; একই বস্তু, কেবল দুই নামে অভিহিত।"

সৎপ্রসঙ্গ।

"ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতত্তৎ সাধুলক্ষণম্‌॥"

একদা মহাতপা গালব ঋষি, অহঙ্কার পরিবর্জ্জিত, জ্ঞানবৃদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"দেবর্ষে! মানব সন্তান যে সকল সদ্‌গুণে ভূষিত হইলে, জনসমাজে আদরণীয় হন, আপনি সেই সকল অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন এবং বিদ্যারত্নে বিভূষিত। আমি লোকতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক এই জ্ঞাতব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়া, আমাকে চরিতার্থ করুন।"

দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—"বৎস! মানবচরিত্র অতি দুরূহ; যে মহাত্মা এ বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিয়া

তদনুসারে চলিতে পারেন, তিনিই জনসমাজে পূজ্য ও আদরণীয় হন। সরল, সাধু ব্যবহার এবং মধুরবাক্য দ্বারা জনসমাজকে বশীভূত করিতে হয়; পাপে বিরাগ ও পুণ্যে অনুরাগ প্রদর্শন করিতে হয়; সাধুসংসর্গ, সর্ব্বজীবে দয়াপ্রকাশ, অতিথিসেবা, গুরুজনে ভক্তি, সত্যবাক্য প্রয়োগ, ভৃত্যবর্গের প্রতি সন্তান বাৎসল্য প্রদর্শন, এবং সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা মানবগণকে বশীভূত করিতে হয়। উদ্যোগশীল ব্যক্তিরা বিলাসিতা, অতি-নিদ্রা, জড়তা, অহঙ্কার, এবং শঠতা পরিত্যাগ করিবেন। অন্যের নিন্দা দ্বারা স্বীয় যশোবৃদ্ধি কিংবা উন্নতি চেষ্টা করা, কাপুরুষের লক্ষণ। স্বীয় গুণগ্রামে আপামরসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে হয়। অভিমানে স্ফীত হইয়া পূজ্যশীল সাধুগণের অবমাননা করা দুর্ব্বিনীতের লক্ষণ।

সদ্‌গুরুর নিকট শিক্ষিত ব্যক্তি কখন জ্ঞানগর্ব্বিত হইয়া, আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা গুণশালী বলিয়া অভিমান করিবে না। জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা নিজ মুখে স্বীয় গুণ প্রকাশ, এবং লোকের কুৎসা হইতে সতত বিরত থাকেন। বিকসিত পুষ্প যেমন আত্মগৌরব প্রকাশ না করিয়া, সমুদায় দিক্ আমোদিত করিয়া থাকে; সূর্য্য যেমন স্ব-মুখে স্বীয় আলোক-মহিমা ব্যক্ত না করিয়া, আকাশমণ্ডল সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আত্মগৌরব প্রকাশ না করিলেও তাঁহার

যশঃসৌরভে জনসমাজ আমোদিত হইয়া থাকে। মূর্খ ব্যক্তিরা আত্মগরিমা প্রকাশ দ্বারা সর্ব্বত্র অকীর্ত্তি লাভ করে; আর কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিলেও, সর্ব্বত্র তাঁহার কীর্ত্তি বিঘোষিত হয়। সারহীন ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে বাক্য প্রয়োগ করিলেও অসারতা নিবন্ধন তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়; কিন্তু সারবান্ ব্যক্তি মৃদুস্বরে বাক্য উচ্চারণ করিলেও, সারবত্তা প্রযুক্ত তাহা অধিক ফলদায়ক হয়।

বাচালতা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। বহুভাষী ব্যক্তি জনসমাজে অসার বলিয়া অনাদৃত হইয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কদাচ বৃথা বাক্যব্যয় করেন না। তাঁহারা সারগর্ভ মিতবচনে জনসাধারণকে সৎশিক্ষা প্রদান পূর্ব্বক সৎপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করেন। তাঁহাদের সহবাসে, তাঁহাদের উপদেশে শত শত নরাধম, উন্নত, চরিত্রবান্ ও মহীয়ান্ হইয়া থাকে। তাঁহারাই সমাজের মূলভিত্তি। যে সমাজে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প, সে সমাজ কদাচ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।”

কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট বলিরাজ সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—“দৈত্যরাজ! তুমি এক্ষণে রাজ্যচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ট এবং শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াও কিরূপে প্রফুল্লচিত্তে অবস্থিতি করিতেছ?”

দৈত্যরাজ হাস্যমুখে উত্তর করিলেন ;—"পুরন্দর! এ সংসারে ধন, রত্ন, রাজ্য এবং প্রভুত্ব সকলই অনিত্য। এই যে দেহ, মানবগণ যাহার সুখ সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে নিয়ত কত যত্ন ও আয়াস করিয়া থাকে, তাহাও চিরদিনের জন্য নহে। অতএব ধন-জন-বিরহে শোকে অভিভূত হওয়া প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ নহে। শোকে বিহ্বল হইলে আত্মাকে সন্তাপিত করা হয়। কোন ব্যক্তিই অপরের শোকে শোকাতুর হইয়া, শোকার্ত্ত ব্যক্তির দুঃখ বিমোচন করিতে সমর্থ হন না। এই নিমিত্ত আমার শোককে আমি পরাজিত করিয়াছি। এ সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছি, তৎসমুদায়ই অনিত্য। শোকের প্রকৃতি এই যে, উহাকে প্রশ্রয় দিলে সৌন্দর্য্য, পরমায়ু এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তিরা শোকদুঃখাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় অভীষ্টসাধনে মনোনিবেশ করিয়া থাকেন।

সংসারে পর্য্যায়ক্রমে সুখদুঃখ ভোগ হইয়া থাকে। কি মানব কি দানব, কি সংযতচিত্ত পরম তপস্বী, কি অসংযতচিত্ত বিলাসী শোকদুঃখ সকলকেই আক্রমণ করিয়া থাকে। দূরদর্শী মহাত্মারা তাহাতে কখন বিচলিত হন না। হিমাচলের ন্যায় স্থিরপ্রকৃতি জ্ঞানিগণকে কখন ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ কিংবা অবসন্ন

হইতে দেখা যায় না। দুর্নিবার দুঃখেও তাঁহারা অস্থির বা কাতর হন না। সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে কর্ত্তব্যসাধনে যত্নশীল থাকেন। যাঁহারা এ পৃথিবীতে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবিচলিতচিত্তে সুখদুঃখের তরঙ্গাঘাত সহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত জ্ঞানী।"

দৈত্যরাজের এই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়াও দেবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দানবরাজ! সহসা বিকারশূন্য হওয়া সুকঠিন। তোমাকে কিছুমাত্র ব্যথিত দেখিতেছি না। তুমি কোন্ পুণ্যফলে এরূপ শান্তিলাভ করিয়াছ? এখন আর তোমার সে প্রভাব, সে অতুলবিভব এবং সে অমরস্পৃহনীয় মণিমাণিক্য-মণ্ডিত রত্নসিংহাসন নাই; অতএব এরূপ অবস্থায় স্থিরচিত্তে অবস্থিতি করা অতীব সুকঠিন। যাহা হউক, তোমার অসাধারণ ধৈর্য্য শতগুণে প্রশংসনীয়।"

দেবরাজের এই প্রেমপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দৈত্যাধিপতি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেবরাজ! এখন আমি শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিগৃহীত হইয়াছি; আর তুমি, আমার পরিত্যক্ত অমরাবতীর সিংহাসন লাভ করিয়া, মহা গর্ব্বিত হইয়াছ। বশীভূত শত্রুর প্রতি নিগ্রহ করিবার শক্তি থাকিতেও, যে ব্যক্তি তাহা হইতে বিরত থাকেন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মবীর। পঙ্কে নিমগ্ন মত্ত মাতঙ্গকে দলন করা কিংবা পিঞ্জরাবদ্ধ

পশুরাজ কেশরীর কেশর উৎপাটন করা কাপুরুষতার পরিচয় মাত্র। বিবাদপরায়ণ দুই ব্যক্তি রণরঙ্গে অবতীর্ণ হইলে, বিজয়-লক্ষ্মী যে কাহাকে আশ্রয় করিবে তাহার স্থিরতা থাকে না। অতএব তুমি স্বীয় বলবিক্রমপ্রভাবে আমাকে পরাজিত করিয়াছ, এরূপ মনে করিও না। সুখ দুঃখ, জয় পরাজয়, উন্নতি অবনতি রথচক্রের ন্যায় ঘূর্ণিত হইতেছে। উহা যে কখন কাহাকে আশ্রয় করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? বিজয়লক্ষ্মী কখন চিরকাল কাহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকে না। পূর্ব্বে অমরাবতীর রাজসিংহাসনে যে সকল মহাত্মা সমাসীন ছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ কালের নিকট কেহই অব্যাহতি লাভে সমর্থ নহে। আবার যখন তোমারও কালপূর্ণ হইয়া আসিবে, তখন তোমার শোকের অবধি থাকিবে না। অতএব ভোগলালসা ও ধন-গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। রাজ্যচ্যুত হইলে, তোমাকেও আশাভঙ্গজনিত শোকদুঃখ সহ্য করিতে হইবে। অতএব তুমি শোক কিংবা আহ্লাদে বিচলিত হইও না।

ধৈর্য্যতরণী ব্যতীত এই সংসারসাগর পার হইবার অন্য উপায় নাই। এক্ষণে আমি রাজ্যভ্রষ্ট ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছি। তোমার সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা স্থির

জানিবে, কালে তোমারও সময় পূর্ণ হইয়া আসিবে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা সুখদুঃখ, সম্পদবিপদ, এবং জন্ম-মৃত্যু কিছুতেই সুখ বা দুঃখ বোধ করেন না। আমাদের পরস্পরের ক্ষমতা পরস্পরের অবিদিত নাই; আজ তুমি আমার সম্মুখে বিজয়-দৃপ্ত হইয়া সহাস্যবদনে দণ্ডায়মান; কিন্তু স্মরণ করিয়া দেখ, এমন একদিন অতীত হইয়াছে, যখন তুমি আমার ছায়া দর্শনেও ভীত হইয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে সে সকল অপ্রীতিকর ব্যাপার বিস্মৃত হওয়াই কর্ত্তব্য। শত চেষ্টাতেও যাহার প্রতীকার করিবার উপায় নাই, তাহাতে শোক প্রকাশ করা মূঢ়তার কার্য্য। কারণ শোক দ্বারা দুঃখের হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, বরং সামর্থ্যের হানি হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি শোক পরিত্যাগ করিয়াছি।"

দানবপতি বলির এই জ্ঞানগর্ভ তেজোময় বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র বিমুগ্ধচিত্তে কহিলেন,—"দৈত্যেশ্বর! তোমার হৃদয় এক্ষণে সন্তাপশূন্য। তোমার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি আমার কোন প্রকার দ্বেষ নাই। ত্বৎসমীপে আমি যে দিব্যজ্ঞান লাভ করিলাম, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।"

এই কথা বলিয়া দেবরাজ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—"মস্তকের কেশ পক্ক হইলেই

যে, লোকে বৃদ্ধ হয় এমন নহে, যে ব্যক্তি যুবা হইয়াও জ্ঞানবান্, বুধগণ তাহাকেই বৃদ্ধ বলিয়া থাকেন। জ্ঞানবিহীন মানবগণ কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী ও চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগের ন্যায় অকর্ম্মণ্য। তাহারা সমাজের আবর্জ্জনা স্বরূপ। যাঁহার বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ বিষয় হইতে সর্ব্বদা বিরত, তিনিই জ্ঞানীর সহিত একাসনে উপবেশন করিবার যোগ্য পাত্র। যিনি নিজে নিতান্ত পীড়িত হইলেও, অন্যের মর্ম্মপীড়া দেন না; পরের অনিষ্টকর কোন কার্য্য করেন না, এতাদৃশ মহাত্মা বংশ-মর্য্যাদায় অতি হীন হইলেও জ্ঞানিগণের বরণীয়।”

আচার্য্য, মাতা, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি গুরুজন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইলেও, কদাচ তাঁহাদিগের অবমাননা করা উচিত নহে। পুত্রের হিতার্থে মাতা-পিতা যেরূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন, পুত্র শত শত বৎসরেও তাহার কণামাত্র পরিশোধে সমর্থ হয় না। অতএব প্রতিদিন তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য সাধন করা সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিলে, সমগ্র তপস্যার ফল লাভ হয়। মাতা পিতা ও আচার্য্যের সেবাশুশ্রূষাকে পণ্ডিতেরা পরম তপস্যা বলিয়া থাকেন। তাঁহা-দের অনুমতি ব্যতিরেক, কোন অনুষ্ঠান করা উচিত নহে। যিনি মাতা পিতা এবং আচার্য্যের যথাবিধি সম্মাননা করেন,

তিনি সকল ধর্ম্ম-কার্য্যেরই ফলভাগী হইয়া থাকেন এবং যিনি তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন, তিনি বিবিধ সদ্‌গুণশালী হইলেও, মনুষ্যনাম ধারণের সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

যে মানব অধার্ম্মিক, কপটচারী এবং সর্ব্বদা হিংসাপরায়ণ, সে এসংসারে প্রকৃত সুখের অধিকারী হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও সদাচারে নিরত থাকিয়া অসূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকসেবায় নিরত থাকেন এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থ ও কামনা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বভূত হিতসাধনে নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ধন্য—তিনিই এ মর্ত্ত্য-ধামে নর দেবতা!

সমাজনীতি বা সামাজিকতা।

"প্রীতির্নো বর্দ্ধতাং নিত্যং বয়ং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ইতি মৈত্রীময়ী বুদ্ধিঃ সদ্ভাবাদুপজায়তে ॥
মৈত্রীবুদ্ধের্ম্মহাশক্তির্বনস্যা জায়তেঽক্ষয়া।
মহাশক্তিময়ো লোকঃ প্রলয়েঽপি ন লীয়তে ॥"

সমাজবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করা মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। সমাজে অবস্থিতি করিতে হইলে, অবশ্য প্রতিপাল্য কতকগুলি নিয়মের অধীন হইয়া চলিতে হয়। প্রত্যেক সমাজের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি বিভিন্নাকারে সংগঠিত। এজন্য যখন যে সমাজে অবস্থিতি করিতে হয়, তখন সেই সমাজের প্রচলিত নিয়মাদির প্রতি বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখিয়া চলা কর্ত্তব্য। বিনয়, শিষ্টাচার, সৌজন্য, দয়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম,

ভাষিতা এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী সমাজের প্রধান ভূষণ। যিনি এই সকল সামাজিক গুণগ্রামে বিভূষিত, তিনিই সমাজ মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ।

শৈশবে পরিবারমধ্যে সামাজিকতার মুকুলোদ্গম হইতে আরম্ভ হয়, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে উহা বিকসিত হইয়া, চতুর্দ্দিক্ সৌরভে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। পরিমলবিহীন কুসুম-নিকরের ন্যায় সমাজনীতি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি জনসমাজে অনাদৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ সামাজিকতার উপর বহুল পরিমাণে মনুষ্যের মর্য্যাদা নির্ভর করে। অসামাজিক ব্যক্তিগণ যেমন অন্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণে অসমর্থ, সেইরূপ স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষণেও সমর্থ হয় না। এবম্বিধ ব্যক্তি অসভ্য পদবাচ্য।

সামাজিকতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইলে, পরস্পরের প্রতি সম্পর্কোচিত ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তোমার অপেক্ষা বয়সে, সম্পর্কে কিংবা গুণগ্রামে যিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, উপযুক্ত পরিমাণে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করিলে, তাঁহাকে অপমানিত করা হয়। অতএব যাঁহার যেরূপ মানমর্য্যাদা, তাঁহার প্রতি তদনুরূপ সম্মান ও ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন কর্ত্তব্য। সম্মানাস্পদ গুরু ব্যক্তিবর্গের প্রতি সমকক্ষতাসূচক বাক্য প্রয়োগ না করিয়া, বিনম্র ভাবে

কথোপকথন করাই শিষ্টাচার সঙ্গত। গুরুজনের কোন প্রকার ত্রুটি বা দোষ সন্দর্শন করিলে, প্রগল্‌ভতা সহকৃত উপদেশ প্রদানে অগ্রসর হইলে, ধৃষ্টতা প্রকাশ হয়। এরূপ স্থলে বিনয়মধুর বচনে স্ববক্তব্য নিবেদন করাই শিষ্টজনোচিত ব্যবহার। তাদৃশ কোন সম্মানার্হ কোন ব্যক্তির বাক্যের উত্তর প্রদান কালে ধীরতাসহকারে বিনীতভাবে উত্তর দান করাই উচিত। কোন কারণে কোন স্থলেই অপভাষা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। যে মূঢ় ব্যক্তি ভক্তিভাজন লোকের সমক্ষে পরিহাস, বাচালতা এবং বিকট হাস্য প্রভৃতি অশিষ্ট ব্যবহার করে, লোক-সমাজে সে নিন্দনীয় হয়।

গুরুজন যদি বিদ্যা কিংবা জ্ঞানে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হন, তথাপি তাঁহার প্রতি সমুচিত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা বিধেয়। মাতা পিতা নিতান্ত মূর্খ ও অধার্ম্মিক হইলেও তাঁহাদিগকে ভক্তি করা, সৎপুত্রের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য।

সমবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে সহোদরের ন্যায় স্নেহ চক্ষে দেখিবে। শ্রুতি-সুখকর মধুরবচনে সকলকে সম্বোধন করা উচিত। ভ্রমক্রমেও কখন কাহারও প্রতি অভদ্রজনোচিত কঠোর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। আমাদের অপেক্ষা জ্ঞান, ধন, মান কিংবা জাত্যংশে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি

অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কদাচ উচিত নহে। দাসদাসীর প্রতি কদাচ কঠোর ভাব প্রদর্শন করা শিষ্ট ব্যবহারের অনুমোদিত নহে। সস্নেহ মধুর ব্যবহার দ্বারা সকলকে বশীভূত করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। আপনাকে বিদ্বান্ কিংবা জ্ঞানবান্ ভাবিয়া, কখন গর্ব্ব প্রকাশ করা ভদ্রসমাজ সঙ্গত নহে। বিনয়-ভূষিত বিদ্যা, মণিকাঞ্চনযোগের ন্যায় সমধিক শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। সামাজিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি বিদ্যা, জ্ঞান, বিনয় এবং ভক্তিশ্রদ্ধারূপ অমূল্য ভূষণে অলঙ্কৃত হইয়া, সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকেন। উক্তবিধ ভূষণ সংগ্রহ করিতে হইলে অর্থ ব্যয় করিতে হয় না; কেবল সৎসঙ্গ এবং সুশিক্ষা প্রভাবেই উহা স্বতই উপস্থিত হইয়া, মানবের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রীতি ও ভক্তিদ্বারা সমাজস্থ লোকদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে পারেন, তাঁহার যশঃসৌরভে সংসার আমোদিত হইতে থাকে।

সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, লোকচরিত্র বিশেষ-রূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। কাহার কিরূপ প্রকৃতি তাহা অবগত না হইলে, তাহার সহিত ব্যবহার করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। প্রত্যেক মানবের হৃদয় এক একটি স্বচ্ছ দর্পণ স্বরূপ; দর্পণে যেমন সমুদায় দ্রব্য যথাযথরূপে প্রতিফলিত হয়,

মানব হৃদয়রূপ দর্পণেও সেইরূপ অন্যদীয় কার্য্য-কলাপ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তোমার মুখের ভাব যে সময়ে যেমন থাকে, দর্পণে সেই সময় অবিকল সেইরূপ দেখা যায়; তদ্রূপ তুমি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, তাহার হৃদয়-দর্পণে তোমার কার্য্যাবলীর প্রতিবিম্বও সেইরূপ দেখিতে পাইবে। যদি তুমি ন্যায়পথগামী, প্রিয়ভাষী এবং বিনয়ীরূপে লোকের হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত হও, তাহা হইলে লোকে তোমার সহিতও প্রীতিস্নিগ্ধ ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হইতে পারিবে না। ফলতঃ সর্ব্বদা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট স্বকীয় কার্য্য ও ব্যবহারের অনুরূপ সুখময় বা কষ্টকর কার্য্য বা ব্যবহার প্রতিদান স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

সহানুভূতি ও একতা সামাজিক ব্যবহারের প্রধান উপকরণ। অন্যকে আপন করিতে হইলে, আপনাকেও অন্যের করিতে হয়। তুমি যাহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবে, অন্যেও তোমার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিবে, ইহা যেন সর্ব্বদা তোমার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকে। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে প্রণয়ের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধিতে হয়। অতি হেয় স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে, লোকের হৃদয়ে প্রেমের পবিত্র আসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যায় না। ফলতঃ তুমি অপরের

নিকট যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, অন্যের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবে, ইহাই সমাজ নীতির অতি পবিত্র মূলমন্ত্র। এই পরম পবিত্র নীতির অনুসরণ দ্বারা, সমাজমধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হওয়া যায়।

পরোপকারিতা।

"ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।"

সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই পরোপকারের অনন্ত মহিমা বর্ণিত আছে। পরোপকার পরম ধর্ম্ম। সংসারক্ষেত্রে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া, যে ব্যক্তি এই ধর্ম্মসাধনে বিরত থাকে, তাহার জীবনে ধিক্—সে মনুষ্য নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদিগকে যে পরিমাণে শক্তি সামর্থ্য প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে আমাদের সর্ব্বদা পরোপকার সাধনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। মানবমাত্রেই যদি এই মহাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া, একে অপরের দুঃখ বিমোচনে যত্নশীল হয়, তাহা হইলে সংসার হইতে দ্বেষ, হিংসা, দীনতা, দারিদ্র প্রভৃতি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়—পাপ তাপ

আশ্রয়শূন্য হইয়া পৃথিবী হইতে পলায়ন করে—পুণ্যের সুধাধারায় সংসার আপ্লুত হয়—নরক স্বর্গে পরিণত হয়!

কাহারও দুঃখ দর্শন বা শ্রবণ করিলে, তদ্বিমোচনে আমাদের অন্তঃকরণে যে প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় তাহার নাম দয়া। এই মহীয়সী প্রবৃত্তি আমাদিগকে পরোপকাররূপ মহাব্রত সাধনে প্রণোদিত করিয়া থাকে। দয়া এই আধি-ব্যাধি-তাপদগ্ধ সংসারে শান্তির স্রোত প্রবাহিত করে। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণ এই সর্ব্বসন্তাপহারিণী দেবকন্যার অধিষ্ঠানভূমি, তাঁহার ছায়া-মণ্ডপে এমন এক স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতে থাকে যে, দুঃখশোকাকুলিত ব্যক্তি তদ্দর্শন মাত্রেই কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়া থাকে। ইহার এমনি মোহিনী শক্তি যে, ইহার আবির্ভাবে মানব এককালে আত্মহারা হইয়া পড়ে। স্বভাবতঃ দয়ালু ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত দয়ার পাত্রের দুঃখ বা অভাব সম্পূর্ণরূপে বিমোচন করিতে সমর্থ না হন, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই নিবৃত্ত থাকিতে সমর্থ হন না। দয়ার পাত্রের প্রয়োজনানুরূপ সাহায্য দান করিতে পারিলেই দয়াবৃত্তি চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। দুঃখ দারিদ্রক্লিষ্ট বা বিপন্ন ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে ধনদান করিতে পারিলেই যে, দয়ার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় এমন নহে।

অন্যের দুঃখ দর্শনে হৃদয় কাঁদিলেই আমরা দয়ার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারি। অনেক সময় দুই এক বিন্দু অশ্রুপাতে যে দয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে, প্রভূত ধনদানে তাহার শতাংশের একাংশও প্রকাশিত হয় না। ফলতঃ ধনের অভাবে যে পরোপকার সাধিত হয় না, এ ভ্রমসঙ্কুল বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান দিও না। অন্তঃকরণে দয়ার উদ্রেক হইলে, নানা উপায়ে পরোপকার করিতে পারা যায়।

সাধুগণের হৃদয়কন্দরনিসৃত পরোপকারিতারূপ মন্দাকিনী-স্রোতঃ প্রবাহিত হয় বলিয়াই, নরলোকে অতুলনীয় শোভা সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। দুঃখসন্তপ্ত নীরস হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ, বিপন্ন ব্যক্তির বিপদুদ্ধার, শোকার্ত্ত দুর্ভাগ্য ব্যক্তির শোকাশ্রু বিমোচন, জঠরানল দগ্ধ অন্নার্থীকে অন্নদান, শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্র-পরিহিত বস্ত্রার্থীকে বস্ত্র দান, শুষ্ককণ্ঠ জলার্থীকে জল দান এবং ব্যাধি-পীড়িত অসহায় রোগীকে ঔষধ ও পথ্য প্রদানরূপ পুণ্যা-র্জনে যিনি বিমুখ, তিনি নরকুলে দুর্দান্ত রাক্ষস মধ্যে পরিগণিত। যে জীবন দ্বারা সংসারের কোন প্রকার উপকার সাধিত না হয়, সে জীবন জীবনই নহে!

পরোপকার দ্বারা কেবল মাত্র যে, উপকৃত ব্যক্তির ইষ্টসিদ্ধ হয় তাহা নহে; প্রত্যুত যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি পরোপ-

কাররূপ মহাব্রত সাধন করেন, আত্মপ্রসাদরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখে তাঁহার অন্তঃকরণও অভিষিক্ত হইতে থাকে; তিনি নরলোকে অবস্থিতি করিয়াও বিমল স্বর্গ-সুখ উপভোগ করেন। তাঁহার জীবন অতি পবিত্রভাবে অতিবাহিত হইয়া থাকে। তিনি এ সংসারে কাহাকেও অনাত্মীয়ের মধ্যে পরিগণিত করেন না। তাঁহার সংসার অতি বিস্তৃত; যাবতীয় মানবমণ্ডলী তাঁহার পরমাত্মীয়। জাতি, কুল এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন প্রকার ব্যবধান তাঁহার সেই আত্মীয়তার উচ্ছেদসাধনে সমর্থ হয় না। কোন দেশে কিংবা কোন জাতি' মধ্যে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি কোন প্রকার দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলে, তাড়িতসঞ্চারের ন্যায় সে সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় এবং তিনি সেই সকল দুর্ঘটনা নিবারণ জন্য বদ্ধপরিকর হন। এজন্য দেখা যায়, এক দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগের বদান্য ব্যক্তিবর্গ তদ্বিমোচনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পরোপকার দ্বারা সমগ্র পৃথিবী মধ্যে এক প্রকার আত্মীয়তার বন্ধন সংঘটিত হইয়া থাকে। যতই জ্ঞান ও ধর্ম্মের মহিমা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, যতই বিদ্যা ও মনুষ্যত্বের বিকাশ হইতে থাকে, যতই পশুভাব মানব-হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ হয়,

ততই পরোপকারিতারূপ সুরতরঙ্গিণী প্রবাহিত হইয়া, জনসমাজকে অতি পবিত্র এবং উচ্চভাবাপন্ন করিয়া তুলে।

সংকীর্ণ হৃদয় পশুতুল্য নির্দ্দয় ব্যক্তিরা পরোপকারজনিত পবিত্র সুখের রসাস্বাদনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাহারা স্বীয় ভোগলালসা চরিতার্থ করিতে পারিলেই, জীবন ধারণের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল মনে করিয়া থাকে। মনুষ্যজীবনের দায়িত্ব তাহারা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। পরমেশ্বর সমুদয় জীব জন্তু অপেক্ষা যেমন মনুষ্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেইরূপ তাহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্রও আবার অতি বিস্তৃত করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্যের জীবন কর্ম্মময়; এই কর্ম্মময় জীবন লইয়া, যিনি নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি করেন, তিনি দুর্ভাগ্য। বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, দয়া প্রভৃতির বিস্তার সাধন করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। অতএব যুবকগণ! এই মহাবাক্য স্মরণ রাখিয়া, সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবে। সূর্য্য যেমন জাতিনির্ব্বিশেষে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার দ্বারা, অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া থাকে, মেঘ যেমন প্রশস্ত ভাবে সর্ব্বত্র বারিবর্ষণ করে, সেইরূপ তোমরাও জাতি-নির্ব্বিশেষে পরোপকার করিতে বিরত হইবে না। যদি এই নশ্বর দেহ দ্বারা অবিনশ্বর পুণ্য সঞ্চয় করিতে পার, তবেই তোমাদের জীবন সার্থক।

একদিকে পরোপকার রূপ ধর্ম্মপালন যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম অন্যদিকে সেইরূপ নিরহঙ্কার ভাবে তাহা সম্পাদন করা উচিত। যাহাকে যাহা দান করিবে, অতি বিনীতভাবে তাহা প্রদত্ত হইলে, দানের গৌরব শতগুণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বিনয়ের সহিত দান, মণি-কাঞ্চন-যোগের ন্যায় অতি শোভাজনক প্রতীয়মান হয়। সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বর-শূন্য হইয়া, দান করাই দাতার কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত। স্বার্থপর বণিকের ন্যায় ফলপ্রত্যাশী হইয়া দান করিলে, দানের উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—"সখে! ফলপ্রত্যাশী হইয়া, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না; কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।" মহাত্মা যিশু উপদেশ দিয়াছেন,—"তোমার দক্ষিণ হস্তের দান যেন বাম হস্ত অবগত না হয়।" রাহুগ্রস্ত চন্দ্র-কৌমুদীর ন্যায় অহঙ্কার সংযোগে পরোপকারিতা মলিন ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। পবিত্র চরিত্র স্বনামখ্যাত বাবা নানক উপদেশ দিতেন,—"বিনীতভাবে উপযুক্ত পাত্রে দান মানব-জীবনকে পবিত্র করিতে সমর্থ।" পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন,—"বিনয়ের সহিত দান করিলে সেই দানের অত্যধিক শোভা সম্পাদিত হইয়া থাকে।"

জীবনের মহত্ত্ব।

"অধঃ কৃতস্যাপি তনূনপাতো নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব।

নীচু করি' ধর যদি দীপ্ত হুতাশন।

শিখা তার নীচু দিকে যায় না কখন॥"

পৃথিবীতে যত প্রকার প্রাণী আছে, তন্মধ্যে মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবীতে অবস্থিত। মানবের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, প্রেম এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি গুণনিচয়। মানবের অন্তঃকরণে এই সকল মহদ্গুণ যতই বিকসিত হইতে থাকে, ততই জীবনের মহত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া, নরলোকে এক অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। শিক্ষা, সংসর্গ, অনুশীলন এবং ব্যবহারাদি, অতি নির্ম্মল হওয়া আবশ্যক। জীবনের মহত্ত্ব প্রকাশের সুযোগ প্রত্যেক মনুষ্যের যত্নসাধ্য। এই ধর্ম্মসাধনের সুযোগদানে বিধাতা

কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। যে মহৎ হইতে বাসনা করে, সংসারে কোন প্রকার বাধা বা বিপত্তি তাহাতে প্রতিবন্ধকতা জন্মাইতে সমর্থ হয় না।

লোক-চরিত্রের পবিত্র আসনে মহত্ত্ব বিরাজ করিয়া থাকে। চরিত্রবল অর্জ্জন করিতে না পারিলে, মহত্ত্ব রক্ষা করা যায় না। লঘুচেতা মনুষ্য কখন মহত্ত্বের নির্ম্মল ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। নদীবক্ষে তরঙ্গমালা উত্থিত হইলে, যে কর্ণধার অভিভূত না হইয়া, তরণী স্বীয় গন্তব্য-পথে পরিচালিত করিতে পারদর্শিতা প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই প্রশংসাযোগ্য। সেইরূপ সংসারে কুটিলতা, প্রলোভন এবং আসক্তিতে যিনি বিচলিত না হইয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন, তিনিই মহৎ। গন্ধর্ব্ব-সমরে পরাজিত ও বন্দীকৃত দুর্য্যোধন, যুধিষ্ঠিরের শরণাগত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির করাগত চিরশত্রুর প্রতি কোনরূপ বৈরভাব প্রকাশ না করিয়া মিত্রোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের হৃদয় দুর্ব্বল এবং চরিত্রবল হীন হইলে, তিনি কখনই এরূপ মহানুভাবতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। গ্রীস দেশের ব্যবস্থাপক মহাত্মা লাইকার্গসের স্বীয় চক্ষু উৎপাটনকারী বন্দীভাবে তাঁহার নিকট আনীত হইলে, তিনি ঐ দুর্ব্বৃত্তের

প্রতি কোন প্রকার দণ্ডদানের ব্যবস্থা না করিয়া, বরং তাহার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য জ্ঞান শিক্ষার বিধান করিয়া দিয়াছিলেন। লাইকার্গস দুরাচারী অপরাধীর প্রতি যে, এইরূপ মহানুভাবতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার জীবনের মহত্ত্ব।

বাল্যকাল হইতে অতি উচ্চ আদর্শের অনুকরণ অভ্যাস করিতে হয়। মনুষ্য ভূমিষ্ঠ হইয়া, মৃত্যু পর্য্যন্ত অনুকরণ করিয়া থাকে। এজন্য সৎসঙ্গ অবলম্বন করা মনুষ্য জীবনের একটি গুরুতর কর্ত্তব্য। লব ও কুশ শান্তিরসাস্পদ মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে ভূমিষ্ঠ হইয়া, তথায় প্রতিপালিত এবং মুনিজনসুলভ সরলতায় ভূষিত হইয়াছিলেন। বিষয়ে নিস্পৃহতা, চরিত্রের নির্ম্মলতা এবং সংসারাসক্তিতে উদাসীনতা প্রভৃতি তাঁহাদের চরিত্রে যে সকল দেবদুর্ল্লভ মহৎ গুণের পরিচয় দৃষ্টিগোচর হইত, তৎসমুদায়ই ঋষিজীবনের আদর্শ। নৈমিষারণ্যে অশ্বমেধ যজ্ঞোপলক্ষে লব ও কুশ রাম সমীপে অমৃতময় রাম-চরিত কীর্ত্তন করিলে, রঘুপতি রামচন্দ্র কুমারদ্বয়কে পুরস্কার দানে উদ্যত হইলে, তাঁহারা চাপল্যভাব পরিহার পূর্ব্বক যেরূপ বিনম্রভাবে উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উদারতাই লব ও কুশের মহত্ত্ব প্রকাশের গরিমাস্থল। ফলতঃ স্বার্থপরতা

পরিহার ও পরার্থপরতা উপার্জ্জন করিতে না পারিলে, জীবনের মহত্ত্ব বিকশিত হয় না। এই পৃথিবীতে যে সকল মহাপুরুষ পরকে আপন ও আপনাকে পরের করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদেরই জীবন সার্থক। এইরূপ আদর্শই প্রকৃত আদর্শ।

ক্ষমা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, অনসূয়া, অহিংসা এবং আত্মসংযম প্রভৃতি অপার্থিব ভূষণে যে সকল মহাত্মাদিগের অন্তঃকরণ অলঙ্কৃত, পৃথিবীর নীচ কুটিলতা কিংবা স্বার্থপরতা সে হৃদয় স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। দুরাচার চিরশত্রুকেও তাঁহারা প্রীতিনেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন। মহানুভব ব্যক্তিদিগের বিদ্যাবুদ্ধি, সদাচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি গুণগ্রাম, লোকমণ্ডলীর কল্যাণসাধনে উৎসর্গীকৃত; তাঁহারা সার্ব্বজনীন প্রেম দ্বারা আবালবৃদ্ধ সকলকেই আবদ্ধ করিয়া থাকেন। পৃথিবী মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগের যশোগান করিতে থাকে। এইরূপ ভাগ্যবান্ মহাপুরুষদিগের জীবনে যথার্থ মহত্ত্ব পরিলক্ষিত হইতে দেখা যায়। পিতৃসত্য পালন জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিলে, ক্রূরহৃদয়া কৈকেয়ীর অন্তঃকরণে আনন্দের প্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল; প্রাণাধিক ভরত নন্দীগ্রাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, অযোধ্যার রত্ন-সিংহাসন সুশোভিত করিবেন; এইরূপ

আশার কুহকে কতই সুখের স্বপ্ন সন্দর্শন করিতেছিলেন। কিন্তু উদার হৃদয় ভ্রাতৃবৎসল ভরত কি করিয়াছিলেন? তিনি কি স্বার্থরূপ পাপ-হ্রদে স্বীয় জীবন নিমজ্জিত করিয়াছিলেন? না হীনজনোচিত অসদুপায়ে উপস্থিত রাজ্যলাভ দর্শনে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছিলেন? মহাত্মা ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাযুগল রত্ন-সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত অগ্রজের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন! এইরূপ ত্যাগস্বীকার, ভ্রাতৃভক্তি এবং কর্ত্তব্যের মহাপূজায় যিনি জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, শারদ-কৌমুদী বিধৌত পৌর্ণমাসীর সুধাধবলিত শর্ব্বরীর ন্যায় তাঁহার যশঃ সর্ব্বত্র উদ্ভাসিত হইতে থাকে।

বিশ্বসেবানিরত সাধুদিগের পবিত্র জীবন-চরিত পাঠে জানা যায়, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির জন্য, স্বজাতির জন্য, ধর্ম্মের জন্য এবং সমাজের হিতব্রত সাধনের নিমিত্ত শত শত সার্থকজন্মা মহাপুরুষ আত্মোৎসর্গ দ্বারা অক্ষয় যশঃ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আজীবন পবিত্র কার্য্যে পবিত্র জীবন যাপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ; পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় তাঁহারা সংসারাসক্তিতে লিপ্ত ছিলেন না। মনুষ্য-জীবনের যে কি মহত্ত্ব

তাহা তাঁহারাই যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নদী-তরঙ্গের ন্যায় কতই ক্লেশের উর্ম্মিমালা তাঁহাদিগের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, কতই নীরব অশ্রুধারা তাঁহাদের কপোলদেশ হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সংসার-হিতের জন্য তাঁহারা কতই সংগ্রাম করিয়াছেন। ভারতের পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণ যে, সংসারের যাবতীয় সুখরাশি চিরবিসর্জ্জন দিয়া, নদী তীরে, দুর্গম কান্তারে এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে কুটীরে অবস্থিতি করিয়া, সমাজের মঙ্গল সাধনোদ্দেশে নানা বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিতেন; কখন বা ধ্যানমুদিতনয়নে কত অভিনব তত্ত্ব নিরূপণ করিতেন, ফলতঃ এখন পর্য্যন্তও ভারতের যাহা কিছু গৌরব, যাহা কিছু মনুষ্যত্ব পরিলক্ষিত হইতেছে, তৎসমুদয় তাঁহাদিগের মহৎ জীবনের মহত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পৃথিবীর সকল দেশে এবং সকল সমাজে সময় সময় অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মহাপ্রাণ আদর্শপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া, অশেষ কল্যাণ সংসাধন করিয়া থাকেন। স্বদেশপ্রেমিক মহাপুরুষ জর্জ্জওয়াসিংটন আবির্ভূত না হইলে, আমেরিকার বক্ষঃস্থলে স্বাধীনতার বৈজয়ন্তী উড্ডীন্ হইতে যে কত কালক্ষেপ করিতে হইত তাহা কে বলিতে পারে? এই তেজস্বী পুরুষ যে মহামন্ত্রে

METCALFE PRESS.

জর্জ ওয়াসিংটন।

স্বদেশস্থ জনগণকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; সেই পূত মন্ত্রবলে ইউনাইটেডষ্টেট্ নবজীবন লাভ করিয়া, মনুষ্য-জীবনের মহত্ত্ব প্রকাশ করিতে অবসর লাভ করিয়াছে। শিখ জাতির মধ্যে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন উদারহৃদয় গুরু গোবিন্দ উদিত হইয়া, যে অদম্য সাহস, প্রভূত পরাক্রম এবং মহাপ্রাণতার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারাই শিখ জাতি মহত্ত্ব প্রকাশ করিয়া, অমরত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বীরত্বের লীলানিকেতন রাজপুত-ক্ষেত্র যে, ইতিহাসে একটি মহাতীর্থ স্বরূপ বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে, রাজপুত জাতির জীবনের মহত্ত্বই কি তাহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে না? উদারতাই জীবনের অপার্থিব ভূষণ। এই ভূষণে জীবন বিভূষিত করিবার জন্য বাল্যকাল হইতেই যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। বাল্যে মহত্ত্বের বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে বপন কর, বয়ঃসহকারে উহা অঙ্কুরিত, পরিবর্দ্ধিত এবং নব নব ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া, এক অপূর্ব্ব শ্রী উৎপাদন করিবে। জীবনের মহত্ত্বই জীবনের গৌরব। যেমন চক্ষু অপেক্ষা দৃষ্টিশক্তির আদর অধিক, সেইরূপ জীবন অপেক্ষা জীবনের মহত্ত্বই সমধিক আদরণীয়। এই মহত্ত্ব লাভ করিতে হইলে, যদি জীবন পরিত্যাগ করিতে হয়, যদি জীবনের সর্ব্ববিধ সুখ বাসনা চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিতে হয়, তাহাও

করিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তির ভগ্ন কুটীর অধার্ম্মিকের স্বর্ণাট্টালিকা অপেক্ষা শতগুণে মনোহর!

চরিত্র সংশোধন, আত্মসংযম, জীবে দয়া, এবং সহানুভূতি প্রভৃতি পবিত্র উপাদানে ধর্ম্ম বিরাজ করিয়া থাকে। অতি হেয় স্বার্থপরতার পূতি-গন্ধ ধর্ম্মময় জীবনকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। পরহিত সাধনই তাহার একমাত্র লক্ষ্য। কোন প্রকার প্রলোভনে সে হৃদয় বিচলিত বা আকৃষ্ট হয় না। নদী যেমন বিবিধ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক মহাসমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়; কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, স্বীয় গন্তব্য স্থানে উপনীত হয়, সেইরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তি পৃথিবীর যাবতীয় বাধা বিঘ্ন ও অত্যাচারের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, ধর্ম্মরূপ মহার্ণবে মিলিত হইয়া থাকেন।

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে, প্রথমে অতি কঠোর সাধনার প্রয়োজন। সাধনার পথ কখনই কুসুমাকীর্ণ সুখকর নহে। এই পথ প্রথমে অতি কষ্টকর, অতি ভয়ানক বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু একবার ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিলে, তখন উহা অতি মধুর ও সুখজনক প্রতীয়মান হয়। সাধুরা ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে কতই নির্য্যাতন সহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা তাহাতে বিচলিত না হইয়া, ধর্ম্মসাধনে আরও

উৎসাহিত হইয়া থাকেন। কোন প্রকার প্রলোভন বা বিভীষিকা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে না। ধর্ম্মপরায়ণ প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াও এই বিষম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, দেবভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। দৈত্যকুলপতি অতুল ক্ষমতাশালী আসুরভাবাপন্ন হিরণ্যকশিপু কুমার প্রহ্লাদের নেত্র-পথে দুইটি চিত্র উপস্থাপিত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"বৎস, একদিকে এই রত্ন-সিংহাসন, প্রভূত ধনসম্পত্তি এবং ত্রিভুবন-বিজয়িনী রাজশক্তি তোমার অপেক্ষা করিতেছে, আর অপর দিকে অতি কঠোর, নৃপতিগণ পরিত্যজ্য, তাপস-সেবা এবং দুঃখময় ধর্ম্ম-পথ সাংসারিক দুঃখের ভীষণ দৃশ্য বিস্তারিত করিতেছে। অতএব তুমি আমার আদিষ্ট প্রথমোক্ত পথের অনুসরণ করিয়া ঐহিক সুখৈশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা ভোগ করিয়া, পরমসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর; ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সুখমরীচিকার আশায় প্রধাবিত হইয়া, বর্ত্তমান ভোগসুখে বীতশ্রদ্ধ হইয়া মূঢ়তা প্রকাশ করিও না।"

পিতার এতাদৃশ প্রলোভনময় বচন পরম্পরা পরম ধার্ম্মিক প্রহ্লাদের হৃদয়ে স্থান পাইল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্মই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ধর্ম্মহীন মনুষ্য মনুষ্যনামের যোগ্য নহে; প্রত্যুত সে পশু হইতেও হীন এবং রাক্ষস হইতেও

অধিকতর ভয়াবহ। ধর্ম্মহীন জীবন তণ্ডুলবিরহিত তুষের ন্যায় অসার। বালক প্রহ্লাদ অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও স্বীয় ধর্ম্মপালনে বিরত হইলেন না। ফলতঃ ধর্ম্মপরায়ণ দৃঢ়চেতা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট সুখৈশ্বর্য্য বা ত্রিভুবনের আধিপত্য অতি তুচ্ছ পদার্থ।

যুবক মহম্মদ যখন বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্মের যে মহামহিমান্বিত মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়-মন্দির আলোকিত করিয়াছে, তাহা বিসর্জ্জিত হইলে, তাঁহার জীবন পশুত্বে পরিণত হইবে। তখন এক দিন তাঁহার পিতৃব্য আবুতালাক মহম্মদকে সস্নেহ বচনে বলিয়াছিলেন,—"বৎস মহম্মদ, চতুর্দ্দিকে বিভীষিকার ভীষণ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। তোমাকে তোমার ধর্ম্ম-পথ হইতে অপসারিত করিবার জন্য শত্রুকুল মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক বিচরণ করিতেছে। এক্ষণে তোমার জীবন অত্যন্ত সংশয়াপন্ন। অতএব বৎস, তুমি তোমার কর্ত্তব্য-পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সাংসারিক সুখভোগে জীবন যাপন কর।"

আবুতালাকের এই আপাতমধুর সান্ত্বনা বাক্য শ্রবণ করিয়া, কর্ত্তব্যপরায়ণ মহম্মদ অতি বিনীতভাবে সহাস্যবদনে উত্তর দান করিয়াছিলেন,—"যদি কেহ সৌরজগৎ হইতে বিচ্যুত করিয়া, আমার এক হস্তে সূর্য্য এবং অপর হস্তে চন্দ্র

প্রদান করিতে সমর্থ হয়, তথাপি আমি ধর্ম্মবিহীন জীবন লইয়া, স্বীয় কর্ত্তব্য-পথ পরিত্যাগ করিতে বাসনা করি না।"

খৃষ্টধর্ম্ম সংস্কারক অঙ্গারবিক্রেতার পুত্র অসহায় লুথরের অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ধর্ম্মই কেবলমাত্র মানব-জীবনের অপার্থিব সার সম্পত্তি; পরম পবিত্র ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইলে. কর্ণধার শূন্য তরণীর ন্যায় জীবনতরী সংসার-সাগরে যদৃচ্ছভাবে ভাসিয়া বেড়ায়। জ্ঞান ও ধর্ম্ম মানবকে মনুষ্যনামের যোগ্য করিয়া থাকে, অতএব যতই কেন কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহাতে আমি পশ্চাৎপদ হইব না, নিশ্চয়ই আমি আমার জীবনের মহদুদ্দেশ্য সাধন করিব।" ধর্ম্মপালনের হুতাশন তাঁহার অন্তরে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, তাঁহার সুহৃদ্বর্গ এই দৃঢ় সঙ্কল্প অবগত হইয়া, তাঁহাকে সে ধর্ম্ম-পথ হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং বিরত না হইলে যে, তাঁহাকে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতে হইবে, তাহাও স্পষ্টাক্ষরে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছিলেন। মিত্রগণের শ্রুতিসুখকর মধুর উপদেশ শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মপরায়ণ লুথর বলিয়াছিলেন,—"বন্ধুগণ, যদি এই নগরের যাবতীয় হর্ম্ম্য-শ্রেণী ভগ্ন পূর্ব্বক তৎসংলগ্ন ইষ্টকরাশি আমার মস্তকে বর্ষিত হয়, তথাপি আমি আমার কর্ত্তব্য-পথ হইতে পশ্চাৎপদ হইব না।"

এইরূপ ধর্ম্মজগতে শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ধর্ম্মের জন্য, সংসারের মঙ্গলবিধান জন্য, আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের স্বীয় সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি ছিল না; ভোগ-বাসনার প্রতি আসক্তি ছিল না; পদমর্য্যাদা কিংবা মানসম্ভ্রমের দিকে লক্ষ ছিল না; তাঁহারা একান্ত মনে জগতের হিতব্রত পালনে, দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা লোকের কল্যাণের জন্য অবলীলাক্রমে কত ভীষণ যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন, কত অপমানানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ ধর্ম্ম জীবনের যে কি গুরুতর দায়িত্ব তাহা তাঁহারাই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মের বন্ধন অত্যন্ত দুশ্ছেদ্য; ধর্ম্মবল সর্ব্ববিজয়ী। ইহার নিকট কোন শক্তিই মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হয় না। প্রবল পরাক্রমশালী নরপতির হীরকমণ্ডিত স্বর্ণ মুকুট, প্রভূত শৌর্য্যবীর্য্যশালী বীরপুরুষের নির্ভীক হৃদয়, সুধাধবলিত প্রাসাদোপরি উপবিষ্ট অতুল ধনগর্ব্বিত ধনীর স্ফীত বক্ষঃ ধর্ম্মের চরণে সকলেই অবনত; ধর্ম্ম সকলেরই শাসনকর্ত্তা। ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইলে, মানবের মানবত্ব বিনষ্ট হয়; সমাজ দিন দিন অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং পৃথিবী প্রেতপুরীরূপে পরিণত হইয়া উঠে।

বিশ্বজনীন প্রেম।

"অয়ং নিজং পরোবেত্তি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদার চরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥"

নীতি শাস্ত্র বিশারদ মানবহৃদয়জ্ঞ মহাপুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন,—"জীবে দয়া এবং জীবের সেবাই পরম ধর্ম্ম।" বাস্তবিক যে হৃদয়-কন্দর হইতে এই অমৃত-প্রবাহ নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা মন্দাকিনী প্রবাহ পূত ত্রিদিবধামের তুল্য মহিমাময়। নবোদিত সূর্য্য গগনপটে উদিত হইয়া, যেমন স্বকীয় কিরণ-জাল বিস্তার পূর্ব্বক, পৃথিবীকে পরম রমণীয় আলোকে আলো-কিত করিয়া থাকে, সেইরূপ বিশ্বপ্রেমিক মহাপুরুষগণ স্ব স্ব হৃদয়াকাশে প্রকাশিত প্রেমসূর্য্যের তরুণ কিরণ বিকীর্ণ করিয়া, অজ্ঞানান্ধ জনগণের হৃদয়ান্ধকার বিনষ্ট করিয়া, স্বর্গীয়

আলোকে সুশোভিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ সূর্য্য যেমন সৃষ্টির জীবন স্বরূপ, সূর্য্যের অভাবে সৃষ্টির বিলোপ সংঘটিত হইয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মারাই সমাজ রাজ্যের জীবনরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন।

প্রেমের আবির্ভাবে মানবহৃদয় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইয়া থাকে। যেমন প্রসন্নসলিলা স্রোতস্বতীগণ উভয় পার্শ্ব-বর্ত্তী ভূভাগ বিবিধ ফলপুষ্প ও বিবিধ পণ্যদ্রব্যে সুশোভিত করিয়া, সমৃদ্ধি বিস্তার করিতে করিতে প্রবাহিত হয়, সেই-রূপ প্রেম স্বকীয় স্বভাবজাত সদ্‌গুণাবলীতে মানবের চিত্তক্ষেত্রকে বিভূষিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিয়া থাকে। যে ভাগ্যবানের অন্তঃকরণ প্রেমের অমৃত রসে সর্ব্বদা পরিষিক্ত, তিনি অন্যদীয় দুঃখ বিমোচনে আত্মোৎসর্গ না করিয়া থাকিতে পারেন না। ফলতঃ এই পরম পবিত্র প্রেম হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া, মানবকে আত্মহারা করিয়া থাকে।

প্রেম অতি বিচিত্র বন্ধনে জনসাধারণকে আবদ্ধ করিয়া থাকে। সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খল অপেক্ষা প্রেমশৃঙ্খল দুশ্ছেদ্য। অতি দুর্দ্দান্ত, অতি পাষণ্ড দস্যু হইতে দুগ্ধপোষ্য শিশু পর্য্যন্ত যে কেহ একবার প্রেম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলে, আর তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিতে চাহে না। প্রেমপ্রবণ অন্তঃকরণ স্বর্গীয়

ভাবে পরিপূর্ণ। প্রেম না থাকিলে, এই ধনজন পরিপূর্ণ সংসারাশ্রম শোচনীয় মহাশ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হইত!

প্রেমের মাহাত্ম্যে, গভীর জ্ঞান, উন্নত চরিত্র, অলোক সামান্য ধৈর্য্য ও ক্ষমা এবং হৃদয়ের প্রশান্ত ও উদার ভাব প্রভৃতি স্বতই আবির্ভূত হইয়া মানব হৃদয়কে মন্দারকুসুমসুবাসিত নন্দনকানন তুল্য শোভাসমৃদ্ধিতে মহীয়ান্ করিয়া থাকে। প্রেমের প্রভাব অতি বিচিত্র। ইহার আবির্ভাবে মানব-হৃদয় অতি কোমল ও অমৃতময় অথচ অপরিমিত বলশালী হইয়া থাকে। অতি দুর্দ্দান্ত পাষাণহৃদয় দস্যুও প্রেমের নিকট মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য করাল ভুজঙ্গমের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং প্রেমের অমৃত রসে পাপ-তাপ-দগ্ধ রসহীন হৃদয়কে অভিষিক্ত করিবার জন্য লালায়িত হইয়া থাকে। প্রেমের রাজ্যে শত্রু মিত্র ভেদ নাই। জীব মাত্রেই প্রেমিকের প্রীতি-পাত্র। যেমন ছায়াতরুতলস্থিত ছেদনকারীকে সুশীতল ছায়াদানে বিমুখ হয় না; সেইরূপ প্রেমিক সাধুগণ প্রহারকারী দুরাত্মাকে প্রেম বিতরণে পরাঙ্মুখ হন না। প্রেমিকবর মহাত্মা নিত্যানন্দ জগাই মাধাই নামক দস্যু ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়াও তাঁহাদের উপর অনুমাত্রও ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া প্রীতিপূর্ণ নয়নে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া ছিলেন,

"ভ্রাত! তোমরা আমাকে প্রহার করিয়াছ বলিয়া কি তোমাদিগকে প্রেমধনে বঞ্চিত করিব?" এই প্রেমিকবরের কৃপায় দস্যু ভ্রাতৃদ্বয়ের পাষাণ হৃদয়েও প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। আর এক প্রেমের অবতার যিশু। যিনি বধ্য ভূমিতে হৃদয়বিদারক ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও অতুলনীয় প্রেমভরে বলিয়াছিলেন—"পিত! পিত! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা না বুঝিয়া এতাদৃশ অসৎকার্য্য করিতেছে।" সেই হৃদয় বিশ্বজনীন প্রেমের অতি পবিত্র তীর্থ। ফলতঃ প্রেম এ মরজগতে এক অতুল্য অমূল্য পদার্থ।

প্রাতঃস্মরণীয় বিশ্বপ্রেমিক মহাত্মা ফাদার ডানিয়েল বিশ্বজনীন প্রেমের এক অবতার মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার কোমল হৃদয় বিশ্বপ্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহার নিকট জাতি, কুল, কিংবা ধর্ম্মের বিচার ছিল না। তিনি যখন শুনিলেন, ফিজিদ্বীপ নিবাসী অসহায় দরিদ্রগণ দুশ্চিকিৎস্য কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া, নিদারুণ দুঃখের দাবানলে দগ্ধ হইতেছে; সেবা শুশ্রূষার অভাবে শত শত নরনারী বিষম যাতনা ভোগ করিতেছে; অমনি তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'আমি কতকক্ষণে তথায় গমন করিয়া,সেই দুরারোগ্য ব্যাধিক্লিষ্ট অসহায় নরনারীর সেবা দ্বারা জীবন সার্থক করিব।

আমার এই রক্ত মাংসময় দেহ দ্বারা তাহাদিগের দুঃখ দূর করিব। এই সংকল্প তাঁহার অন্তঃকরণে উদিত হইবামাত্র তিনি স্বজাতি, স্বজনগণের মায়ামমতা এবং স্বীয় জীবনের ভোগলালসা বিসর্জ্জন দিয়া দরিদ্রসেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে এই সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে কত চেষ্টা, কত যুক্তি প্রদশন করিলেন, কিন্তু নিম্নাভিমুখ জলস্রোতের ন্যায় তাঁহার অভীষ্ট সাধনে কেহই বাধা জন্মাইতে সমর্থ হইলেন না। ফাদার ডানি-য়েল জানিতেন, ফিজিদ্বীপের জল বায়ু অত্যন্ত দূষিত এবং তথায় ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদিগের সেবাব্রতে ব্রতী হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহাকে উক্ত রোগগ্রস্ত হইতে হইবে। কিন্তু কিছুতেই তিনি স্বীয় অভী-প্সিত সাধনে বিরত হইলেন না। তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বিপন্ন ব্যক্তিদিগের সেবাশুশ্রূষায় জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন মধ্যে রোগীদিগের সংস্রবে তাঁহার শরীরে কুষ্ঠ রোগ প্রকাশ পাইল। তথাপি তিনি যে মহদুদ্দেশ্য সাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিরত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল; একটি একটি করিয়া অঙ্গুলি খসিয়া পড়িতে লাগিল। তখন পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণোদ্যমে রোগীর সেবায় পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ তিনি জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত বিশ্বজনীন প্রেমে বিমুগ্ধ থাকিয়া

পৃথিবীতে যে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বধ্বংশকারী দুরন্ত কালও তাহা বিলোপ করিতে সমর্থ হইবে না। বিশ্বজনীন প্রেমের যে কি অত্যদ্ভুত মাহাত্ম্য তাহা ফাদার ডানিয়েল উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

এইরূপে জীবের হিতব্রত সাধনে কত মহাপুরুষ, কত যোগী, কত ঋষি ও কত পুণ্যাত্মা অম্লানবদনে জীবন বলি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য, হৃদয়ের বল, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এবং প্রেমপূর্ণ জীবনের ঘটনা পরম্পরা স্মরণ করিলে, বোধ হয়, জগতের মঙ্গল সাধনের জন্যই যেন তাঁহারা এ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শাক্যসিংহ, চৈতন্য, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রেমের স্রোত প্রত্যেকের অন্তরে প্রবাহিত হইয়াছিল। তাঁহারা আত্মবৎ সকলকে দর্শন করিতেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় মানবমণ্ডলী তাঁহাদের পরমাত্মীয় ছিলেন। লোকসেবা ও পরোপকার সাধন তাঁহাদের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই কর্ত্তব্যপালন জন্য তাঁহারা কোন কার্য্য সম্পাদনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এই কর্ত্তব্য পরতন্ত্র হইয়া, তাঁহারা ধন, মান, পদমর্য্যাদা এবং জীবন পর্য্যন্ত পার্থিব রজোরাশির ন্যায় অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে বিচলিত হইতেন না।

স্বার্থপরতা বিসর্জ্জন দিয়া পরার্থপরতা উপার্জ্জন করিতে না পারিলে, প্রেমের পবিত্র ভাব হৃদয়ে প্রকাশিত হইতে পারে না। ফলতঃ বিশ্বজনীন প্রেমের মহাপূজা করিতে হইলে, আত্মোৎসর্গ-রূপ বলি প্রদান করিতে হয়—পরসেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিতে হয়। যিনি সংসারে আসিয়া এইরূপ পবিত্র পথে জীবন পরিচালিত করিতে পারেন তাঁহারই জীবন সার্থক! বিধাতা তাঁহাকেই মনুষ্যত্বরূপ অমূল্য রত্নের অধিকারী করিয়া থাকেন
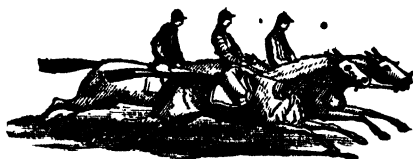
মহাজন বাক্য।

তোমার এক বাহুতে এক ব্যক্তি কুঠারাঘাত করিতেছে এবং অপর বাহুতে অন্য এক ব্যক্তি চন্দন লেপন করিতেছে; তুমি একের অকল্যাণ ও অন্যের কল্যাণ কামনা করিও না। অভিন্নভাবে উভয়েরই যুগপৎ কল্যাণ কামনা করিবে।

মহাভারত।

যাহা হইতে সচ্ছন্দে কৃপাস্রোত প্রবাহিত না হয়, সে বিবেক বিবেকই নহে; যাহাতে পরদুঃখ নিবারণে অনুরাগ না জন্মে, সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে; যাহাতে পরহিংসা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হয়, সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে; যে শাস্ত্রজ্ঞান হইতে শান্তিরূপ ফল উৎপন্ন না হয়, সে শাস্ত্র শাস্ত্রই নহে।

শিহ্লন কবি।

কাহারও উপকার করিতে পারিলে, জিহ্বাকে সংযত করিবে, যেন সে জগৎকে তোমার সৎকার্য্যের কথা বলিয়া না দেয়। উপকার করিতে উদ্যত হইলে, সর্ব্বাগ্রে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবে।

মনুষ্যেরা পরস্পরে পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ; কেবলমাত্র তুমি নিজের জন্য জীবন ধারণ করিও না, অন্যের জন্য জীবন উৎসর্গ কর। যতদিন আমরা মনুষ্য মধ্যে অবস্থিতি করিব, ততদিন প্রেম ও দয়া বিতরণ করা কর্ত্তব্য, আমরা যেন কাহারও দুঃখ কিংবা বিপদের কারণ না হই। আমরা সকলেই এক পরিবারের লোক ; পথভ্রান্তদিগকে পথ দেখাইয়া দিব এবং অন্নহীন দরিদ্রকে আমাদের সংগৃহীত অন্নের ভাগ দিব।

সেনেকা।

বিবেক সহস্র অসির সমান।

কাল পুরাতন বিচারক ; সময়ে সকল দোষীরই দণ্ড হয় ও সকল কার্য্য প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

একটি পাপ আর একটি পাপকে জাগরিত করিয়া থাকে।

দুরাশারূপ কীটকে হৃদয় হইতে দূর কর। সকল কল্পই

শান্তভাবে শ্রবণ করিবে এবং সকল বিষয়ই দয়ার সহিত বিচার করিবে।

তুমি যত প্রকাশ কর, তাহা অপেক্ষা অধিক তোমার থাকা উচিত; তুমি যাহা জান, তাহা অপেক্ষা অল্প বলিবে; তোমার যাহা আছে, তদপেক্ষা অল্প ধার দিবে।

জীবন অপেক্ষা সত্যের আদর করিবে এবং সত্যকে ভাল বাসিবে।

সেক্ষপীয়র।

তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি দোষী হয়, তাহাকে উৎপাটন করিয়া দূরে পরিত্যাগ কর; কারণ তোমার সমুদায় শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত না হইয়া, যদি তোমার একটিমাত্র অঙ্গ বিনষ্ট হয়, তাহা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।

তোমরা চিরদিন শুনিয়া আসিতেছ যে, তোমার প্রতিবাসীকে ভালবাসিবে এবং শত্রুকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা শত্রুদিগকে ভাল বাসিবে, যাহারা অভিসম্পাত করে, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবে; যাহারা ঘৃণা করে, তাহাদিগের উপকার করিবে এবং যাহারা তোমা-

METCALFE PRESS.

সেকস্‌পিয়ার।

দিগকে হিংসা করে ও পীড়ন করে, তাহাদিগের কল্যাণ প্রার্থনা করিবে।

যিশু।

যে মানব জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বরের অপ্রীতিকর কার্য্য সাধন করে, তাহার কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই।

কেবলমাত্র দান দ্বারা রাজার কারুণ্য প্রকাশ হয় না; প্রত্যুত দণ্ড বিধান দ্বারাও তাঁহার দয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অবোধ মনুষ্য জ্ঞানবান্‌কে চিনিতে পারে না বলিয়া আক্ষেপ করে; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি মনুষ্যকে চিনিতে পারেন না বলিয়া দুঃখিত থাকেন।

সহস্র চক্ষু তোমার কার্য্যাবলী অবলোকন করিতেছে, এইরূপ মনে করিয়া কার্য্য করিবে।

কুকর্ম্ম করিয়া, অনুতাপ না করাই বিশেষ কুকর্ম্ম।

নির্ব্বোধ মনুষ্য জল মধ্যে অবস্থিত থাকে, কিন্তু জ্ঞানসম্পন্ন মানব তীরে কাল যাপন করে।

কঙ্‌ফুসে।

মানুষে, এক ভুল কখনও দুইবার করে না।

যে দোষ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই মানুষ। যাহারা

মরিয়াছে, তাহাদিগের জন্য ক্রন্দন করিও না ; মূর্খদিগের জন্য অশ্রুপাত কর।

যে প্রকৃত মানুষ সে প্রস্তরের মধ্য হইতে অন্ন সংগ্রহ করিতে পারে ; অর্থাৎ অসার বস্তুর মধ্য হইতেও সার বস্তু লাভ করিতে পারে।

সৎকার্য্য করিয়া তাহা সমুদ্রে নিক্ষেপ কর ; মৎস্যগণ তাহার বিবর না বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহাদের যিনি স্রষ্টা, তিনি তাহা দেখিবেন ও বুঝিবেন।

তুরস্কীয় প্রবাদ।